وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي ﴿٤١﴾

৪১। অ'লামূ ~ আন্নামা-গনিম্‌তুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাআন্না লিল্লা-হি খুমুসাহূ অলির্‌রসূলি অলিযিল্

(৪১) জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা গণীমতরূপে লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, আর তাঁর

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ

ক্বু্‌রবা- অল্‌ইয়াতা-মা- অল্‌মাসা-কীনি অব্‌নিস্ সাবীলি ইন্ কুন্‌তুম্ আ-মান্‌তুম্ বিল্লা-হি

নিকটাত্মীয়দের, এতীম, গরীব ও পথিকদের জন্য, যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ, এবং সেই ফয়সালার

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

অমা ~ আন্‌যাল্‌না-'আলা-আব্‌দিনা-ইয়াওমাল্ ফুর্‌ক্বা-নি ইয়াওমাল্ তাক্বাল্ জ্বাম্‌'আ-ন্; অল্লা-হু 'আলা- কুল্লি

দিনে (বদর যুদ্ধের সময়) যা আমার বান্দাহর উপর নাযিল করেছি, যেদিন উভয়ে সামনা-সামনি হয়েছিল। আর আল্লাহ্ সব

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٢﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ

শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৪২। ইয্ আন্‌তুম্ বিল্‌উ'দ্‌ অতিদ্ দুন্‌ইয়া- অহুম বিল্‌উ'দ্‌অতিল্ ক্বু্‌ছ্‌ওয়া-অর

কিছুর উপরে সর্ব শক্তিমান। (৪২) যখন তোমরা ছিলে উপত্যাকার নিকটে আর তারা ছিল দূরে এবং আরোহীরা

الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۭ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ

রাক্‌বু আস্‌ফালা মিন্‌কুম্; অলাও তাওয়া-'আত্‌তুম্ লাখ্‌তালাফ্‌তুম্ ফীল্ মী'আ-দি অলাকিল্

ছিল নিচে ২। আর যদি তোমরা যুদ্ধের ওয়াদাও করতে, তবে অবশ্যই তা খেলাফ করতে। কিন্তু আল্লাহ তাই

لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ

লিইয়াক্বি্‌দ্বিয়াল্লা-হু আম্‌রান্ কা-না মাফ্‌উ'লাল্ লিইয়াহ্‌লিকা মান্ হালাকা 'আম্ বাইয়্যিনাতিঁও অইয়াহ্‌ইয়া-মান্

সম্পন্ন করলেন, যা ঘটবার ছিল। যেন যে মরার সে যেন প্রমাণ আসার পর মরে যায়। আর যে বাঁচার সে যেন প্রমাণ আসার

حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٣﴾ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ

হাইয়্যা আম্ বাইয়্যিনাহ্; অইন্নাল্লা-হা লাসামীউ'ন্ 'আলীম্। ৪৩। ইয্ ইয়ুরীকাহুমু ল্লা-হু ফী মানা-মিকা

পর বাঁচে। আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন, জানেন। (৪৩) স্মরণ করুন, আল্লাহ যখন স্বপ্নে দেখালেন যে, তারা সংখ্যায় কম,

قَلِيْلًا ۭ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

ক্বালীলা-; অলাও আরা-কাহুম্ কাছীরাল্ লাফাশিল্‌তুম্ অলাতানা-যা'তুম্ ফিল্ আম্‌রি অলা-কিন্না ল্লা-হা

যদি তিনি তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ঝগড়া করতে।

আয়াত-৪১ ঃ গণীমতের মাল বণ্টনের বিধান হল-তাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে চারভাগ মুজাহিদদেরকে, অবশিষ্ট পঞ্চমাংশকে পুনরায় পাঁচ ভাগ করে একভাগ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে, একভাগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে, একভাগ এতীমদেরকে, একভাগ মিসকীনদেরকে এবং এক ভাগ মুসাফিরদেরকে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর ইন্তেকালের পর উক্ত এক পঞ্চমাংশ সমানভাবে শেষোক্ত তিন দলের মাঝে ভাগ হবে। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-৪২ ঃ টীকা-(১) ফয়সালার দিন বলতে এখানে বদরের যুদ্ধের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ যুদ্ধে হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা নির্ধারিত হয়েছিল। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (২) এখানে আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার কথা বলা হয়েছে। তারা মুসলমানদের ভয়ে সমুদ্রতট ঘেঁষেয়া মক্কার দিকে যাচ্ছিল। বস্তুতঃ তারা নিরাপদে মক্কা পৌঁছেও গিয়েছিল। (বঃ কোঃ)

سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٤﴾ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ

সাল্লাম্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ৪৪। অইয্ ইয়ুরীকুমূহুম্ ইযিল্ তাক্বাইতুম্ ফী ~

কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্যামী। (৪৪) স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর মুখামুখি হলে, তখন তাদেরকে

اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ

আ'ইয়ুনিকুম্ কালীলাঁও অইয়ুক্বাল্লিলুকুম্ ফী ~ আ'ইয়ুনিহিম্ লিইয়াক্বদ্বিয়া ল্লা-হু আম্‌রান্ কা-না মাফ্‌'উ'লা-;

৫ নযরে কম দেখালেন, আর তোমাদেরকে তাদের নযরে কম দেখালেন, যেন আল্লাহর ইচ্ছানুসারে যা ঘটবার তা ঘটে।

ع ৭ ১ রুকু

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا

অ ইলাল্লা-হি তুরজ্বাউ'ল্ উমূর্। ৪৫। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইয়া-লাক্বীতুম্ ফিয়াতান্ ফাছ্‌বুতূ

আল্লাহ্‌র কাছে সব কিছুই প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৫) হে মু'মিনরা! তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হলে দৃঢ় থাকবে এবং

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا

অয্‌কুরুল্লা-হা কাছীরাল্ লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্। ৪৬। অ আত্বীউ'ল্লা-হা অ রাসূলাহূ অলা- তানা-যাউ'

আল্লাহ্‌কে বেশি স্মরণ করবে, যেন সফলকাম হতে পার। (৪৬) আর আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং নিজেরা

فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَا

ফাতাফ্‌শালূ অতায্‌হাবা রীহুকুম্ অছ্‌বিরূ; ইন্না ল্লা-হা মা'আছ্ ছোয়া-বিরীন্। ৪৭। অলা-

পরস্পর বিবাদ করবে না, করলে সাহস হারাবে এবং শক্তি বিলুপ্ত হবে। ধৈর্য্য ধর, নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে। (৪৭) আর

تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ

তাকূনূ কাল্লাযীনা খারাজূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ বাত্বোয়ারাঁও অরিয়া — য়া ন্না-সি অ ইয়াছুদ্দূনা

তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য গৃহ থেকে বের হয় এবং আল্লাহর পথে

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٨﴾ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

'আন সাবীলি ল্লা-হ্; অল্লা-হু বিমা- ইয়া'মালূনা মুহীত্ব। ৪৮। অইয্ যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু

বাধা দেয়। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম ঘিরে রেখেছেন। (৪৮) আর যখন শুশোভিত করেছিল শয়তান তাদের কার্যাবলী

اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ

আ'মা- লাহুম্ অক্বা-লা লা-গ-লিবা লাকুমুল্ ইয়াওমা মিনান্না-সি অইন্নী জ্বা-রুল্ লাকুম্

তাদের দৃষ্টিতে আর বলেছিল, আজ কোন মানুষ তোমাদের উপর জয়ী হবে না, আমি তোমাদের সাথে আছি।

فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ

ফালাম্মা-তার — য়াতিল্ ফিয়াতা-নি নাকাছোয়া 'আলা- 'আক্বিবাইহি অক্বা-লা ইন্নী বারী — য়ুম্ মিনকুম্ ইন্নী~

দু'দল মুখোমুখী হলে সে (শয়তান) পেছন থেকে সরে পড়ে বলল, আমি তোমাদের সঙ্গী নই। কেননা, আমি যা দেখি

أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ ع ৬ ৪ ২ রুকু

আরা- মা- লা-তারাওনা ইন্নী ~ আখা-ফুল্লা-হ্; অল্লা-হু শাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্। ৪৯। ইয্ ইয়াক্বূলুল্

তোমরা তা দেখ না। অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৪৯) আর স্মরণ কর, যখন

الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ

মুনাফিক্বূনা অল্লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুন্ গর্‌রা হা ~ য়ুলা — য়ি দীনুহুম্; অমাইঁ ইয়াতাওয়াক্কাল্

মুনাফিক ও ব্যধিগ্রস্ত লোকেরা বলছিল যে, তাদের ধর্মই তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর

عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا

'আলা ল্লা-হি ফাইন্না ল্লা-হা 'আযীযুন্ হাক্বীম্। ৫০। অলাও তারা ~ ইয্ ইয়াতাওয়াফ্ ফাল্লাযীনা কাফারুল্

নির্ভর করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল ক্ষমতাশীল, কৌশলী। (৫০) আর যদি তুমি দেখতে যখন ফেরেশ্‌তারা

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

মালা — য়িকাতু ইয়াদ্‌রিবূনা উজূহাহুম্ অআদ্‌বা-রাহুম্ অযূক্বূ 'আযা-বাল্ হারীক্ব্।

কাফেরের মুখে ও পিঠে আঘাত হানে ও তাদের প্রাণ হরণ করে এবং বলে, তোমরা ভোগ কর জ্বলন্ত শাস্তি।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَأْبِ

৫১। যা-লিকা বিমা-কাদ্দামাত্ আইদীকুম্ অআন্নাল্লা-হা লাইসা বিজোয়াল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ্। ৫২। কাদা''বি

(৫১) এটা তোমাদের হাতের উপার্জন, আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহদের উপর জুলুম করেন না। (৫২) ফিরাউনের স্বজন

آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ

আ-লি ফির'আউনা অল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্; কাফারূ বিআ-ইয়া-তি ল্লা-হি ফাআখাযাহুমু ল্লা-হু

ও পূর্ববর্তীদের মতই তাদের অবস্থা এরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে। তাদের পাপ হেতু তিনি তাদেরকে

بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ

বিযুনূবিহিম্; ইন্না ল্লা-হা ক্বওওয়িয়্যুন্ শাদীদুল্ 'ইক্ব-ব্। ৫৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা লাম্ ইয়াকু

পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা। (৫৩) এর কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ

مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

মুগইয়্যিরান্ নি'মাতান্ আন্'আমাহা-'আলা-ক্বওমিন্ হাত্তা-ইয়ুগইয়্যিরূ মা- বিআন্‌ফুসিহিম্ অ আন্না ল্লা-হা সামীউ'ন্ 'আলীম্।

বদলান না কোন জাতির প্রতি যে নিয়ামত দিয়াছেন তা, যতক্ষণ না তারা নিজেরা বদলায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন, জানেন।

আয়াত-৪৮ ঃ এই আয়াতটি নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্য নাযিল হয়েছে— কেনানা কোরাইশ কাফেররা যখন মক্কা ত্যাগ করে মুসলমানদের মুকাবেলায় যেতে উদ্যোগ নিল, তখন তারা কেনানা বংশের পক্ষ হতে প্রতি আক্রমণের আশঙ্কা করল এবং যাওয়া না যাওয়ার ইতস্ততঃ করছিল। তখন কেনানা বংশের সরদার সুরাকার আকৃতিতে শয়তান এসে তাদেরকে বলল তোমরা চিন্তা করো না আমি বনী কেনানার পক্ষ হতে জামিন আছি। সকলেই মনে করল, সে 'সুরাকা'। ফলে তারা নিশ্চিন্ত মনে বদর প্রান্তে উপণিত হল এবং ঐ সুরাকার হাতও হারেসের হাতে মুষ্টিবদ্ধ ছিল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল এবং ফেরেশতাদের আগমন শুরু হল তখন সে হারেসের হাত ছেড়ে পালাতে লাগল। কি হল জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিল আমি যা প্রত্যক্ষ করছি তোমরা তা দেখছ না।

۝٥٤ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ

৫৪। কাদা"বি আ-লি ফির্'আউনা অল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্; কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ ফাআহ্ লাক্‌না-হুম্

(৫৪) ফিরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতই এরা রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা জানে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস

بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝٥٥ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ

বিযুনূবিহিম্ অ আগ্‌রাক্ব্‌না ~ আ-লা ফির্'আউনা অকুল্লুন্ কা-নূ জোয়া-লিমীন্। ৫৫। ইন্না শার্‌রাদ্ দাওয়া — ব্বি

করলাম তাদের পাপের জন্য, আর ফিরাউন ও তার বংশকে ডুবিয়েছি। তারা সবাই ছিল জালিম। (৫৫) নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট

عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٥٦ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ

'ইন্‌দা ল্লা-হিল্ লাযীনা কাফারূ ফাহুম্ লা-ইয়ু"মিনূন্। ৫৬। আল্লাযীনা 'আ-হাত্তা মিন্‌হুম্ ছুম্মা

জীব আল্লাহর কাছে তারাই যারা কুফরী করে ও ঈমান আনে না। (৫৬) যাদের সঙ্গে আপনি চুক্তি করলেন, তারা

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝٥٧ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ

ইয়ান্‌কু্দ্বূনা 'আহ্‌দাহুম্ ফী কুল্লি মার্‌রাতিঁও অহুম্ লা- ইয়াত্তাকূ্ন্। ৫৭। ফাইম্মা- তাছ্‌ক্বাফান্নাহুম্ ফিল্‌হার্‌বি

প্রত্যেক বারই তাদের কৃতচুক্তি ভঙ্গ করেছে, তারা সাবধান হয়নি। (৫৭) অতঃপর আপনি তাদেরকে যুদ্ধে পেলে

فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝٥٨ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً

ফাশার্‌রিদ্ বিহিম্ মান্ খল্‌ফাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্‌যাক্কারূন্। ৫৮। অইম্মা-তাখ-ফান্না মিন্ ক্বওমিন্ খিয়া-নাতান্

এমন শাস্তি দিবেন যেন পশ্চাতের লোকেরা শিক্ষা পায়। (৫৮) তবে কোন সম্প্রদায় থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের ভয় হলে

ع ৭ ১০ ৩ রুকু

فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝٥٩ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

ফাম্‌বিয্ ইলাইহিম্ 'আলা-সাওয়া — য়; ইন্নাল্লাহা লা-ইয়ুহিব্বুল্ খ — য়িনীন্। ৫৯। অলা-ইয়াহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা

তাদের চুক্তি ফেরৎ দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ খিয়ানতকারীদের ভালবাসেন না। (৫৯) এ ধারণা যেন না করে যে,

كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۝٦٠ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ

কাফারূ সাবাকু্; ইন্নাহুম্ লা-ইয়ু'জিযূন্। ৬০। অআ'ইদ্দূ লাহুম্ মাস্‌তাত্বোয়া'তুম্ মিন্ কু্ওয়্যাতিঁও অমির্

কাফেররা পরিত্রাণ পেয়েছে, নিশ্চয়ই তারা অক্ষম করতে পারবে না। (৬০) তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখবে

رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ

রিবা-ত্বিল্ খইলি তুর্‌হিবূনা বিহী 'আদুঅল্লা-হি অ'আদুওয়্যাকুম্, অআ-খরীনা মিন্ দূনিহিম্,

সম্ভাব্য শক্তি ও অশ্ব-দল। আর এসব দিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র ও তোমাদের শত্রুকে এবং অন্যদেরকে ভয় দেখাবে

لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ

লা-তা'লামূনাহুম্ আল্লা-হু ইয়া'লামুহুম্; অমা-তুন্‌ফিকু্ মিন্ শাইয়িন্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়ুওয়াফ্‌ফা

যাদেরকে তোমরা চিন না, আল্লাহ চিনেন, আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের

إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ

ইলাইকুম্ অ আন্‌তুম্ লা-তুজ্‌লামূন্। ৬১। অইন্ জ্বানাহূ লিস্‌সাল্‌মি ফাজ্ব্‌নাহ্ লাহা-অতাওয়াক্কাল্

দেয়া হবে, জুলুম করা হবে না। (৬১) আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে তবে আপনিও সে দিকে ঝুঁকবেন এবং নির্ভর

عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٢﴾ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ

'আলা ল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াস্‌সামী উ'ল্ 'আলীম্। ৬২। অইঁ ইয়ুরীদূ ~ আঁই ইয়াখ্‌দা'উকা ফাইন্না

করবেন আল্লাহ্‌র উপর; তিনি শুনেন, জানেন। (৬২) কিন্তু তারা যদি আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আল্লাহ্‌ই

حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ

হাস্‌বাকাল্লা-হ্; হুওয়াল্লাযী ~ আইয়্যাদাকা বিনাছরিহী অবিল্ মু"মিনীন্। ৬৩। অআল্লাফা বাইনা

আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। (৬৩) আর তাদের মনে

قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ

কু্লূবিহিম্; লাও আন্‌ফাক্ব্‌তা মা- ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আম্ মা ~ আল্লাফ্‌তা বাইনা কু্লূবিহিম্ অলা-কিন্নাল্লা-হা

তিনি প্রীতি সৃষ্টি করেছেন, আপনি পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করলেও প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ প্রীতি সৃষ্টি

أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ

আল্লাফা বাইনাহুম; ইন্নাহূ 'আযীযুন্ হাকীম্। ৬৪। ইয়া ~ আইয়্যুহা ন্নাবিয়্যু হাস্‌বুকাল্লা-হু অমানিত্তাবা'আকা

করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে; নিশ্চয়ই তিনি বিজয়ী, কৌশলী। (৬৪) হে নবী; আপনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, আর আপনার ৮

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن ع ৬ 4

মিনাল্ মু"মিনীন্। ৬৫। ইয়া ~ আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু হার্‌রিদ্বিল্ মু"মিনীনা 'আলাল্ ক্বিতা-ল্; ইঁয় ইয়াকুম্ রুকু

ঈমানদার অনুসারীদের জন্যও। (৬৫) হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন, তোমাদের মধ্যে যদি

مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا

মিন্‌কুম্ 'ঈশ্‌রূনা ছোয়া-বিরূনা ইয়াগ্‌লিবূ মিয়াতাইনি অইঁ ইয়াকুম্ মিন্‌কুম্ মিয়াতুঁই ইয়াগ্‌লিবূ ~

বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে দুশ'র উপর জয়লাভ করবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি একশ' থাকে তবে এক

أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ

আল্‌ফাম্ মিনাল্লাযীনা কাফারূ বিআন্নাহুম্ ক্বাওমুল্ লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৬৬। আল্‌য়া-না খফ্‌ফাফাল্লা-হু আ'ন্‌কুম্ অ'আলিমা

সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কেননা, তারা নির্বোধ লোক। (৬৬) আল্লাহ এখন তোমাদের বোঝা কমালেন, তিনি

আয়াত-৬২ঃ এটা হতে বুঝা যায় যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ তা'আলার দান। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। (মাঃ কোঃ) শানেনুযূলঃ আয়াত-৬৪ ঃ হযরত ওমর (রাঃ) যখন ঈমান আনেন তখন পর্যন্ত তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন নারী ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় মুশরিকরা আফসুস করে বলল, আমাদের দল হতে ওমর চলে যাওয়ায় আমাদের অর্ধেক শূন্য হয়ে গেল। আর ইসলাম পন্থীদের সংখ্যা এখন চল্লিশজন হল। এ সময়ে আল্লাহ্‌পাক আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। এ বর্ণনানুসারে আয়াতটি মাক্কী এবং সূরাটি মাদানী।

أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن

আন্না ফীকুম্ দ্বোয়া'ফা–; ফাইঁ ইয়াকুম্ মিন্‌কুম্ মিয়াতুন্ ছোয়া–বিরাতুঁই ইয়াগ্‌লিবূ মিয়াতাইনি, অইঁ ইয়াকুম্

তোমাদের দুর্বলতা জানেন; সুতরাং তোমাদের একশ' ধৈর্যশীল থাকলে দুশ' জনের উপর বিজয়ী হবে; তোমাদের মধ্যে এক

مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٧﴾ مَا كَانَ

মিন্‌কুম্ আল্‌ফুইঁ ইয়াগ্‌লিবূ ~ আল্‌ফাইনি বিইয্‌নিল্লা–হ্; অল্লা–হু মা'আছ্ ছোয়া–বিরীন্। ৬৭। মা– কা–না

হাজার থাকলে আল্লাহ্‌র হুকুমে দু'হাজারের উপর বিজয়ী হবে; আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (৬৭) যমীনে শত্রুকে

لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ

লিনাবিয়্যিন্ আঁই ইয়াকূনা লাহূ ~ আস্‌রা– হাত্তা– ইয়ুছ্‌খিনা ফিল্ আর্‌দ্ব্; তুরীদূনা 'আরাদ্বোয়াদ্

সম্পূর্ণরূপে নিধন না করা পর্যন্ত নবীর জন্য বন্দীদের নিজের কাছে রাখা সমীচীন নয়; তোমরা পার্থিব ধন সম্পদ চাও,

الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٨﴾ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ

দুন্‌ইয়া– অল্লা–হু ইয়ুরীদুল্ আ–খিরাহ্; অল্লা–হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ৬৮। লাওলা–কিতাবুম্ মিনাল্লা–হি

আর আল্লাহ পরকালের সম্পদ চান, আল্লাহ বিজয়ী, কৌশলী। (৬৮) আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে গৃহীত বস্তুর

سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٩﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ

সাবাক্ব লামাস্‌সাকুম্ ফীমা ~ আখায্‌তুম্ 'আযা–বুন্ 'আজীম্।৬৯।ফাকুলূ মিম্মা– গনিম্‌তুম্ হালালান্ ত্বোয়াইয়্যিবাঁও

কারণে তোমাদের উপর শক্ত আযাব আসত। (৬৯) সুতরাং তোমরা ভোগ কর যা বৈধ ও উত্তম তা থেকে এবং

ع ৯ ৫ ৫ রুকু

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم

অত্তাকু ল্লা–হ্; ইন্নাল্লা–হা গফূরুর্ রহীম্। ৭০। ইয়া ~ আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু কুল্ লিমান্ ফী ~ আইদীকুম্

আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭০) হে নবী! বলে দিন, যারা আপনাদের হস্তে বন্দী অবস্থায় আছে,

مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ

মিনাল্ আস্‌রা ~ ইঁইয়া'লামি ল্লা–হু ফী কুলূবিকুম্ খাইরাঁই ইয়ু'তিকুম্ খাইরাম্ মিম্মা ~ উখিযা

তোমাদের মনে ভাল কিছু দেখলে আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে নেয়া বস্তু হতে উত্তম বস্তু দান করবেন

مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧١﴾ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ

মিন্‌কুম্ অইয়াগ্‌ফির্ লাকুম; অল্লা–হু গফূরুর্ রহীম্। ৭১। অইঁ ইয়ুরীদূ খিয়া–নাতাকা ফাক্বদ্

এবং তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭১) আর তারা ধোঁকা দিতে চাইবে, তারা তো পূর্বে

শানেনুযূলঃ আয়াত–৬৭ঃ বদরযুদ্ধে সত্তরজন কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। যাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আক্কীল ইবনে আবিতালেবও ছিলেন। হুযূর (ছঃ) তাদের সম্বন্ধে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। রাসূল (ছঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মতামত গ্রহণ করলেন এবং সকল বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু হযরত ওমরের পরামর্শ ছিল ভিন্ন। তিনি প্রত্যেককে হত্যার কথা বলেছিলেন। তার মতের স্বপক্ষে এ ভর্ৎসনাব্যঞ্জক আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর এ ভর্ৎসনার কারণে মুসলমানেরা গণীমতের মাল গ্রহণেও যখন অসুবিধা মনে করল, তখন তা লওয়ার অনুমতিস্বরূপ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত–৭০ঃ বদর যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আক্কীল ও নওফেল ইবনে হারেসও বন্দী হয়ে আসে। রাসূল (ছঃ) যখন হযরত

خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

খা-নুল্লা-হা মিন্ ক্বাব্‌লু ফাআম্‌কানা মিন্‌হুম্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৭২। ইন্নাল্লাযীনা

আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিয়েছে; তাই তিনি তাদেরকে বন্দী করিয়েছেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। (৭২) নিশ্চয়ই যারা

اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ

আ-মা-নূ অহা-জ্বারূ অ জ্বা-হাদূ বিআমওয়া-লিহিম্ অ আন্‌ফুসিহিম্ ফী সাবীলিল্লা-হি অল্লাযীনা

ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করেছে, এবং যারা

اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ

আ-ওয়াও অ নাছোয়ারূ ~ উলা — য়িকা বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া — য়ু বা'দ্ব; অল্লাযীনা আ-মানূ অলাম্

তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর বন্ধু; আর যারা ঈমান এনেছে

يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ

ইয়ুহা-জ্বিরূ মা-লাকুম্ মিওঁ অলা-ইয়াতিহিম্ মিন্ শাইয়িন্ হাত্তা-ইয়ুহা-জ্বিরূ অইনিস্

কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব নেই, যতক্ষণ না হিজরত করে; দ্বীনের ব্যাপারে

اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

তান্‌ছোয়ারূ কুম্ ফিদ্দীনি ফা'আলাইকুমুন্ নাছ্‌রু ইল্লা-'আলা-ক্বওমিম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহুম্

সাহায্য চাইলে, তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। তবে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের

مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ

মীছা-ক্ব; অল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাছীর্। ৭৩। অল্লাযীনা কাফারূ বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া ~ য়ু বা'দ্ব;

বিরুদ্ধে নয়। আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা। (৭৩) আর যারা কুফুরী করে তারা পরস্পর বন্ধু;

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ইল্লা-তাফ্'আলূহু তাকুন্ ফিত্‌নাতুন্ ফিল্ আর্‌দ্বি অফাসা-দুন্ কাবীর্। ৭৪। অল্লাযীনা আ-মানূ

তোমরা তা পালন না করলে দেশে ফেতনা ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে

وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ

অহা-জ্বারূ অজ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি অল্লাযীনা আ-ওয়াওঁ অ নাছোয়ারূ ~ উলা — য়িকা হুমুল্

এবং দ্বীনের জন্য স্বগৃহ ত্যাগ করেছে, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তারাই

আব্বাস হতে তার দু ভ্রাতুষ্পুত্র আক্বীল ও নওফেলের মুক্তিপণ দাবী করলেন, তখন আব্বাস বললেন, তোমরা কি আমাকে একেবারে দরিদ্র বানিয়ে দিতে চাও, সারা জীবন যেন কোরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে থাকি?" রাসূল (ছঃ) বললেন, "সেই স্বর্ণ কোথায়? যা যুদ্ধ যাত্রাকালে আপন স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট এ বলে হাওয়ালা করেছিলেন যে, কি জানি যুদ্ধে কি ঘটে, যদি অভাবিত কিছু হয়, তবে তুমি এই স্বর্ণ দ্বারা আপন সন্তান আবদুল্লাহ, ওবাইদুল্লাহ, ফযল, কসম ও তোমার খরচ চালিয়ে যেয়ো।" এতদশ্রবণে হযরত আব্বাস হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, "মুহাম্মদ! এই সংবাদ তোমাকে কে দিল?" হুযুর (ছঃ) বললেন, "আমার মহান রব!" তখন হযরত আব্বাস কালেমা পড়ে ঈমান আনলেন এবং বললেন, আমি স্বীকার করছি হে মুহাম্মদ (ছঃ)! আপনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ

মু"মিনূনা হাক্ব্ ক্বা–; লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁও অরিয্‌ক্বু ন্ কারীম্। ৭৫। অল্লাযীনা আ–মানূ মিম্

প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৭৫) আর যারা পরে ঈমান এনেছে,

بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ

বা'দু অহা–জ্বারূ অ জ্বা–হাদূ মা'আকুম্ ফাউলা — য়িকা মিন্‌কুম্; অউলুল্ আর্‌হা–মি

১০ এবং দ্বীনের জন্য স্বগৃহ ত্যাগ করেছে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; আর যারা আত্মীয়

ع ৬ ৬ রুকু • এক চতুর্থাংশ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ★

বা'দ্বু হুম্ আওলা– বিবা'দ্বিন্ ফী কিতা–বিল্লা–হ্; ইন্নাল্লা–হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্।

তারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে একে অন্যের অধিক হকদার নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

সূরা তাওবাহ্ মদীনাবতীর্ণ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ

আয়াত ঃ ১২৯
রুকূ ঃ ১৬

﴿١﴾ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢﴾ فَسِيحُوا

১। বারা — য়াতুম্ মিনাল্লা–হি অরসূলিহী ~ ইলাল্লাযীনা 'আহাত্‌তুম্ মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ২। ফাসীহূ

(১) চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলে এমন মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হতে অব্যাহতি। (২) অতঃপর তোমরা

فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ

ফিল্ আরদ্বি আর্‌বা'আতা আশ্‌হুরিঁও অ'লামূ ~ আন্নাকুম্ গইরু মু'জ্বিযিল্লা–হি অআন্নাল্লা–হা

যমীনে চারমাস ঘুরে বেড়াও। আর জানবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারবে না; বরং আল্লাহ্ অবশ্যই

مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٣﴾ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ

মুখ্‌যিল্ কা-ফিরীন্। ৩। অআযা–নুম্ মিনাল্লা–হি অরসূলিহী ~ ইলান্ না–সি ইয়াওমাল্ হাজ্জিল্

কাফরদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (৩) আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি

الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ

আক্‌বারি আন্নাল্লা–হা বারী — য়ুম্ মিনাল্ মুশ্‌রিকীনা অ রসূলুহ্; ফাইন্ তুব্‌তুম্ ফাহুঅ

ঘোষণা, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিক হতে বিমুখ, তবে তোমরা তওবা করলে তোমাদেরই কল্যাণ;

সূরা তাওবাহ ঃ এ সূরা সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। এ সূরায় রাসূলুল্লাহ কাতিবে অহীকেও বিস্‌মিল্লাহ লিখবার নির্দেশ দেন নি। হযরত ওসমান (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে কোরআনকে যখন গ্রন্থের রূপ দেন তখন এটা তাঁর নযরে পড়ে। কাজেই তিনি এইখানে বিসমিল্লাহ লিখতে নিষেধ করেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মক্কার বিভিন্ন মুশরিক গোত্রের সাথে নির্ধারিত মেয়াদে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে বনূ নযীর ও বনূ কেনানা ব্যতীত অন্য সকলেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই চুক্তি ভঙ্গ করে বসে। এই সময় নির্দেশ আসল যে, ১০ই যিলহজ্জ হতে ১০ই রবিউল আখের পর্যন্ত চার মাস নিরাপত্তার সাথে চলাফেরা কর। এর পর আর নিরাপত্তা থাকবে না। (মুঃ কোঃ)

خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ

খাইরুল্লাকুম্ অইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ ফা'লামূ ~ আন্নাকুম্ গাইরু মু'জ্বিযি ল্লা-হ্; অবাশ্শিরিল্লাযীনা

আর যদি ফিরিয়ে নেও তবে জানবে যে, তোমরা কখনও আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না; কাফেরদেরকে

كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ

কাফারূ বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৪। ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাত্তুম্ মিনাল্ মুশ্রিকীনা ছুম্মা লাম্

সুসংবাদ দিন পীড়াদায়ক শাস্তির। (৪) তবে এ ঘোষণার বাইরে যেসব মুশরিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছ, পরে

يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ

ইয়ান্কুছূকুম্ শাইয়াঁও অলাম্ ইয়ুজোয়া-হিরূ 'আলাইকুম্ আহাদান্ ফাআতিম্মূ ~ ইলাইহিম্ 'আহ্দাহুম্ ইলা-

চুক্তিতে সামান্যতম ত্রুটি করে নি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করে নি, অতএব, তাদের সাথে কৃত

مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

মুদ্দাতিহিম্ ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাক্বীন্। ৫। ফাইযান্ সালাখাল্ আশ্হুরুল্ হুরুমু ফাক্বতুলুল্

চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর, আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হলে

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ

মুশ্রিকীনা হাইছু অজ্বাত্তুমূ হুম্ অখুযূহুম্ ওয়াহ্ছুরূহুম্ অক্বু'উদূ লাহুম্ কুল্লা

মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, বন্দী কর, তাদের ঘেরাও কর এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে

مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

মার্ছোয়াদিন্ ফাইন্ তা-বূ অআক্বা-মুছ্ ছলা-তা অ আ-তাউয্ যাকা-তা ফাখাল্লূ সাবীলাহুম্; ইন্নাল্লা-হা

ওঁৎ পেতে থাক। অতঃপর তওবা করলে, নামায কায়েম করলে ও যাকাত দিলে তাদেরকে ছেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ

গফূরুর্ রহীম্। ৬। অইন্ আহাদুম্ মিনাল্ মুশ্রিকী নাস্ তাজ্বা-রাকা ফাআজ্বির্হু হাত্তা- ইয়াস্মা'আ

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) কোন মুশরিক আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে, আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন, যেন

كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝ كَيْفَ يَكُونُ

কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা আব্লিগ্হু মা''মানাহ্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বওমুল্লা-ইয়া'লামূন্। ৭। কাইফা ইয়াকূনু

সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পারে; পরে নিরাপদস্থলে পৌঁছিয়ে দিবেন, কেননা, তারা নিতান্তই অজ্ঞ। (৭) মুশরিকদের চুক্তি

لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ

লিল্মুশ্রিক্বীনা 'আহ্দুন্ 'ইন্দাল্লা-হি অ'ইন্দা রসূলিহী ~ ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাত্তুম্ 'ইন্দাল্ মাস্জ্বিদিল্

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে কিভাবে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে

ع ১ ৬ ৭ রুকূ

الْحَرَامَ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ

হার-মি ফামাস্ তাক্ব-মূ লাকুম্ ফাস্তাক্বীমূ লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাকীন্। ৮। কাইফা

তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, তোমরাও থাকবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (৮) কিভাবে

وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ

অ ইঁ ইয়াজ্হারূ 'আলাইকুম্ লা-ইয়ার্ক্বুবূ ফীকুম্ ইল্লাঁও অলা-যিম্মাহ্; ইয়ুর্দ্বূনাকুম্ বিআফ্ওয়া-হিহিম্

সম্ভবঃ তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্ধির মর্যাদা রাখবে না; তারা কেবল তোমাদেরকে

وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

অ তা''বা-ক্বুলূবুহুম্ অ আক্ছারুহুম্ ফা-সিক্বূন্। ৯। ইশ্তারাও বিআ-ইয়া-তি ল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলান্

মুখে খুশী রাখে, মনে অস্বীকার করে; তাদের অধিকাংশই ফাসেক। (৯) তারা আল্লাহ্র আয়াতকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে;

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ

ফাছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিহ্; ইন্নাহুম্ সা — য়া মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১০। লা-ইয়ার্ক্বুবূনা ফী মু''মিনিন্

অতঃপর তাঁর পথে বাধা প্রদান করে, তাদের কৃতকর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মু''মিনের

إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

ইল্লাওঁ অলা-যিম্মাহ্; অউলা — য়িকা হুমুল্ মু'তাদূন্। ১১। ফাইন্ তা-বূ অআক্বা-মুছ্ ছলা-তা অ আ-তায়ুয্

সঙ্গে আত্মীয়তা এবং জিম্মাদারীর, এরা সীমালংঘনকারী। (১১) তবে যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত

الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِنْ نَكَثُوا

যাকা-তা ফাইখ্ওয়া-নুকুম্ ফিদ্দীন্; অনুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিই ইয়া'লামূন্। ১২। অইন্ নাকাছূ ~

দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ১, জ্ঞানীদের জন্য আয়াত বিশদ বর্ণনা করি। (১২) আর যদি চুক্তির পর তারা প্রতিশ্রুতি

أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا

আইমা-নাহুম্ মিম্ বা'দি 'আহ্দিহিম্ অ ত্বোয়া'আনূ ফী দীনিকুম্ ফাক্বা-তিলূ ~ আয়িম্মাতাল্ কুফ্রি ইন্নাহুম্ লা ~

ভংগ করে এবং দ্বীনকে বিরূপ করে, তবে ঐসব সর্দারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা কাফের; এদের জন্য কোন ওয়াদা নেই;

أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا

আইমা-না লাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ান্তাহূন্। ১৩। আলা-তুক্বা-তিলূনা ক্বওমান্নাকাছূ ~ আইমা-নাহুম্ অহাম্মূ

হয়ত তারা বিরত হবে। (১৩) তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে নাঃ যারা ওয়াদা ভংগকারী এবং রাসূলকে

আয়াত-১১ ঃ টীকা ঃ (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত ছলাত ও যাকাত আদায় করে এবং তাদের নিকট থেকে ইসলামের পরিপন্থি কথা ও কুর্মের প্রমান পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। তাদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান বা কুফুরী যাই থাকুক না কেন। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১২ ঃ টীকা ঃ (২) একদল মুফাস্সিরের মতে এখানে কাফের প্রধান বলতে মক্কায় সেই সব কোরাইশ প্রধানকে বুঝানো হয়েছে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানি প্রদানে ও রণ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করবার আদেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মক্কার উৎস ছিল এরাই। তাছাড়া এদের সাথে অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা ছিল, যার ফলে এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসত। (তাঃ মাযঃ)

بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ

বিইখ্‌র-জ্বির্ রাসূলি অহুম্ বাদায়ূ কুম্ আওওয়ালা মার্‌রাহ্; আতাখ্‌শাওনাহুম্ ফাল্লা-হু আহাক্ব্ কু

বহিষ্কারে সংকল্পকারী। তারাই তো প্রথম বিবাদ করছে। তাদেরকে কি ভয় কর? আল্লাহই অধিক হকদার, কাজেই, তাঁকেই

أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ

আন্ তাখ্‌শাওহু ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ১৪। ক্ব-তিলূহুম্ ইয়ু'আয্‌যিব্‌হুমুল্লা-হু বিআইদীকুম্ অইয়ুখ্‌যিহিম্

ভয় করা উচিত যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৪) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন,

وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ

অইয়ান্‌ছুর্‌কুম্ 'আলাইহিম্ অইয়াশ্‌ফি ছুদূরা ক্বওমিম্ মু''মিনীন্। ১৫। অইয়ুয্‌হিব্ গইজোয়া কু্লূ বিহিম্;

লাঞ্ছিত করবেন, তাদের উপর বিজয়ী ও মু'মিনদের মন শান্ত করবেন। (১৫) তিনি তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন,

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا

অইয়াতূবুল্লা-হু 'আলা- মাইঁ ইয়াশা —য়্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ১৬। আম্ হাসিব্‌তুম্ আন্ তুত্‌রাকূ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি ভেবেছ যে, এমনি ছাড়া পাবে?

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ

অলাম্মা- ইয়া'লামিল্লা-হু ল্লাযীনা জ্বা-হাদূ মিন্‌কুম্ অলাম্ ইয়াত্তাখিযূ মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-রসূলিহী

অথচ এখনও আল্লাহ প্রকাশই করেননি যে, তোমাদের মাঝে কে মুজাহিদ এবং কে বন্ধু বানায়নি আল্লাহ, তাঁর রাসূল

وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ع ২ ১০ ৮ রুকু

অলাল্ মু''মিনীনা অলীজ্বাহ্; অল্লা-হু খবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। ১৭। মা-কা-না লিল্‌মুশ্‌রিকীনা আঁই

ও মু'মিনদের ছাড়া অন্যকে; আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্যক অবহিত। (১৭) মুশরিকরা আল্লাহ্‌র মসজিদ

أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

ইয়া'মুরূ মাসা-জ্বিদাল্লা-হি শা-হিদীনা 'আলা ~ আন্‌ফুসিহিম্ বিল্‌কুফ্‌র্; উলা — য়িকা হাবিত্বোয়াত্

রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, যখন নিজেরাই নিজেদের কুফ্‌রী স্বীকার করে, তাদের কৃতকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।

أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

আ'মা-লুহুম্ অফিন্না-রি হুম্ খ-লিদূন্। ১৮। ইন্নামা- ইয়া''মুরু মাসা-জ্বিদাল্লা-হি মান্ আ-মানা বিল্লা-হি

আর এরা চিরদিন আগুনে অবস্থান করবে। (১৮) আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কেবল তারাই করবে যারা আল্লাহ

শানেনুযূলঃ আয়াত-১৭ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ)- কে বদর যুদ্ধের যুদ্ধ বন্দী হিসাবে আনয়ন করা হলে সাহাবায়ে কিরামরা (রাঃ) কুফ্‌রী, শিরক ও সম্পর্কচ্ছেদের উপর যখন তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন তখন তিনি বললেন, "আমাদের দোষের সাথে গুণের কথাও বর্ণনা কর।" হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হে আব্বাস! শিরক করা অবস্থায় কোন পূণ্যময় কাজ কি করেছ? তখন হযরত আব্বাস বললেন, কেন করব না? অনেক করেছি, মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করেছি, হাজীদের পানি পান করায়ে থাকি, আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মান করি, বন্দীদের মুক্তি দিয়ে থাকি। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং বলা হয় কুফ্‌রী অবস্থায় সমস্ত কর্মই পণ্ড হয়ে গিয়েছে। আয়াত-১৮ ঃ একদা হযরত তালহা গর্ব করে বললেন যে, তার নিকট কা'বা গৃহের চাবি থাকে এবং তিনি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হযরত আব্বাস উঠে বললেন, "আমি বারিধারক, হাজীদেরকে যমযমের পানি

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓ

অল্ইয়াওমিল্ আ–খিরি অ আক্বা–মাছ্ ছলা–তা অআ–তা য্ যাকা–তা অ লাম্ ইয়াখ্শা ইল্লাল্লা–হা ফা'আসা ~

ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। বস্তুত

اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٩﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ

উলা — য়িকা আঁই ইয়াকূনূ মিনাল্ মুহ্তাদীন্। ১৯। আজ্বা'আল্তুম্ সিক্বা–ইয়াতাল্ হা — জ্জি অ 'ইমা–রতাল্

এদের সম্বন্ধেই আশা যে, ওরাই পথপ্রাপ্ত। (১৯) হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারামকে রক্ষা করাকে

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

মাস্জ্বিদিল্ হারা–মি কামান্ আ–মানা বিল্লা–হি অল্ ইয়াওমিল্ আ–খিরি অজ্বা–হাদা ফী সাবীলিল্লা–হ্;

কি ঐ ব্যক্তির আমলের সমান ভেবেছ যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী আর জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে; এরা

لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

লা–ইয়াস্তাযূনা 'ইন্দাল্লা–হ্; অল্লা–হু লা–ইয়াহ্ দিল্ ক্বওমাজ্জোয়া–লিমীন্। ২০। আল্লাযীনা আ–মানূ

আল্লাহ্র কাছে সমান নয়, আর আল্লাহ জালিমদেরকে কখনও সৎ পথ দেখান না। (২০) যারা ঈমান আনে, দ্বীনের জন্য

وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ

অহা–জ্বারূ অজ্বা–হাদূ ফী সাবীলিল্লা–হি বিআম্ওয়া–লিহিম্ অআন্ফুসিহিম্ আ'জোয়ামু দারাজ্বাতান্ 'ইন্দাল্লা–হ্;

হিজরত করে এবং নিজের জান–মাল দিয়ে যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, তারা আল্লাহ্র কাছে শ্রেষ্ঠ, আর প্রকৃতপক্ষে

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢١﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ

অউলা — য়িকা হুমুল্ ফা — য়িযূন্। ২১। ইয়ুবাশ্শিরুহুম্ রব্বুহুম্ বিরহ্মাতিম্ মিন্হু অরিদ্ওয়া–নিওঁ অজ্বান্না–তিল্

তারাই সফলকাম। (২১) তাদেরকে তাদের রব স্বীয় দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন,

لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢٢﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۞

লাহুম্ ফীহা-না'ঈমুম্ মুক্বীম্। ২২। খ–লিদীনা ফীহা ~ আবাদা–; ইন্নাল্লা–হা 'ইন্দাহু ~ আজ্ব্রুন্ 'আজীম্।

সেখানে রয়েছে চির–শান্তি। (২২) তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ ﴿٢٣﴾

২৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ–মানূ লা–তাত্তাখিযূ ~ আ–বা — য়াকুম্ অইখ্ওয়া–নাকুম্ আওলিয়া — য়া ইনিস্

(২৩) হে মু'মিনরা! যারা তোমাদের পিতা ও ভাই তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না; যদি

পান করাই "হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি সর্ব প্রথম ঈমান এনেছি, সর্ব প্রথম নামায পড়েছি এবং রাসূল (ছঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯ঃ মক্কার অনেক মুশরিক মুসলমানদের মোকাবেলায় গর্ব সহকারে বলত মসজিদুল হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর অন্য কারো আ'মল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়রা তাঁকে বাতিল ধর্মে বহাল থাকায় বিদ্রূপের সঙ্গে বলেন, আপনি এখনও ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত রয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা ঈমান ও হিজরতকে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেছ। কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের হেফাজত ও হাজীদের পানি সরবরাহের কাজ করে থাকি, তাই আমাদের সমান অন্য কারো আ'মল হতে পারে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়। (ইব্ঃ কাঃ)

اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

তাহাব্বুল্ কুফ্রা 'আলাল্ ঈমা–ন; অমাইঁ ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্কুম্ ফাউলা — য়িকা হুমুজ
তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফ্রীকে বেশি ভালবাসে। তোমাদের মাঝে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে

الظَّالِمُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

জোয়া–লিমূন্। ২৪। কুল্ ইন্ কা–না আ–বা — য়ুকুম্ অ আব্না — য়ুকুম্ অ ইখ্ওয়া–নুকুম্ অ আয্ওয়া–জুকুম্
তারাই জালিম। (২৪) আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা,

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ

অ'আশীরাতুকুম্ অ আম্ওয়া–লু নিক্ তারাফ্তুমূহা–অ তিজা–রাতুন্ তাখ্শাওনা কাসা–দাহা–অ মাসা–কিনু
তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়–যার ক্ষতির আশঙ্কা কর এবং তোমাদের

تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا

তার্দ্বোয়াওনাহা ~ আহাব্বা ইলাইকুম্ মিনাল্লা–হি অরসূলিহী অজ্বিহা–দিন্ ফী সাবীলিহী ফাতারব্বাছূ
প্রিয় বাসস্থান যদি আল্লাহ্, রাসূল ও তার পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ্র

حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ع ৩ ৮ ৯ রুকু

হাত্তা–ইয়া''তিয়াল্লা–হু বিআম্রিহ্; অল্লা–হু লা–ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাল্ ফা–সিক্বীন্। ২৫। লাক্বদ্ নাছোয়ারকুমু
বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে হিদায়াত দেন না। (২৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে

اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ

ল্লা–হু ফী মাওয়া–ত্বিনা– কাছীরতিঁও অইয়াওমা হুনাইনিন্ ইয্ আ'জ্বাবাত্কুম্ কাছ্রাতুকুম্ ফালাম্ তুগ্নি
বহু স্থানে সাহায্য করেছেন, হুনাইনের যুদ্ধেও, যখন সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিল, অথচ সে সংখ্যাধিক্য কোন

عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ *

'আন্কুম্ শাইয়াঁও অ দ্বোয়া–ক্বাত্ 'আলাইকুমুল্ আরদ্বু বিমা–রাহুবাত্ ছুম্মা অল্লাইতুম্ মুদ্বিরীন্।
কাজে আসেনি। এ বিশাল পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে এসেছিল; পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে।

﴿٢٦﴾ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا

২৬। ছুম্মা আন্যালাল্লা–হু সাকীনাতাহূ 'আলা– রাসূলিহী অ'আলাল্ মু''মিনীনা অআন্যালা জুনূদাল্
(২৬) তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি শান্তি নাযিল করেন, আর তিনি নাযিল করেন এমন

لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَتُوبُ

লাম্ তারাওহা–অ'আয্যাবাল্লাযীনা কাফারূ; অযা–লিকা জ্বাযা — য়ুল্ কা–ফিরীন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াতূবুল্
সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখনি। কাফিরদের শাস্তি দিলেন, এটাই কাফিরদের পাওনা। (২৭) এর পরও যার প্রতি

اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

ল্লা-হু মিম্ বা'দি যা-লিকা 'আলা- মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ২৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~

ইচ্ছা আল্লাহ তওবার তওফীক দেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২৮) হে মু'মিনরা! মুশরিকরা নাপাক।

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ

ইন্নামাল্ মুশ্‌রিকূনা নাজ্বাসুন্ ফালা- ইয়াক্ব্‌রাবুল্ মাস্‌জ্বিদাল্ হারা-মা বা'দা 'আ-মিহিম্ হা-যা-

এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে। তবে তোমরা যদি

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

অইন্ খিফ্‌তুম্ 'আইলাতান্ ফাসাওফা ইয়ুগ্‌নীকুমুল্লা-হু মিন্‌ফাদ্বলিহী ~ ইন্ শা — য়্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্

অভাবের ভয় কর, তবে আল্লাহ্‌ই স্বীয় কৃপায় তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ,

حَكِيْمٌ ﴿٢٩﴾ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ

হাকীম্। ২৯। ক্ব-তিলুল্লাযীনা লা-ইয়ু"মিনূনা বিল্লা-হি অলা-বিল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অলা- ইয়ুহাররিমূনা

প্রজ্ঞাময়। (২৯) তোমরা যুদ্ধ করতে থাক যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ ও পরকালকে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা

مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

মা- হার্‌রমাল্লা-হু অরসূলুহূ অলা- ইয়াদীনূনা দীনাল্ হাক্ব্‌কি মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা

হারাম করেছেন তা হারাম মানে না ও গ্রহণ করে না সত্য দ্বীনকে; সেসব কিতাবীদের

৪ ع ৫ ১০ রুকু

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ

হাত্তা- ইয়ু'তুল্ জ্বিয্ ইয়াতা 'আইঁ ইয়াদিঁও অহুম্ ছোয়া-গিরূন্। ৩০। অক্ব-লাতিল্ ইয়াহূদু উ'যাইরুনিব্‌নুল্লা-হি

বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া না দেয়া। (৩০) ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র,

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ

অক্ব-লাতিন্নাছোয়া-রাল্ মাসীহুব্‌নুল্লা-হ্; যা-লিকা ক্বওলুহুম্ বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্ ইয়ুদ্বোয়া-হিয়ূনা

খৃষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র, এটা তাদের মনগড়া কথা। এরা পূর্বের কাফেরদের

قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚز اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣١﴾ اِتَّخَذُوْٓا

ক্বওলাল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বব্‌ল্; ক্ব-তালাহুমু ল্লা-হু আন্না-ইয়ু"ফাকূন্। ৩১। ইত্তাখাযূ ~

অনুকরণ করে, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুক; কোথায় পালাবে? (৩১) তারা আল্লাহ্‌কে বাদ

আয়াত-২৯ ঃ টীকা ঃ (১) কুফর ও শিরক হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রহমত গুণে শাস্তির এ কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে থাকতে চাইলে তাদের হতে সামান্য জিযিয়া কর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তার বিধান থাকবে। শরীয়তের পরিভাষায় এটা হল জিযিয়া কর। শরীয়ত মূলতঃ এর কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয় নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা'সঙ্গত মনে হয় তাই ধার্য করবেন। অধিকাংশ ইমামের মতে জিযিয়া দিতে স্বীকার করলে সকল অমুসলিমের সাথেই যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে হবে। (মাঃ কোঃ)

اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا

আহ্বা-রহুম্ অরুহ্বা-নাহুম্ আর্বা-বাম্ মিন্ দূনিল্লা-হি অল্ মাসী হাব্না মার্ইয়ামা অমা ~ উমিরূ ~
দিয়ে পাদ্রী, বৈরাগীদেরকে তাদের রব বানিয়ে রেখেছে, মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও তাদের রব বানিয়েছে অথচ তারা

اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ *

ইল্লা-লিইয়া'বুদূ ~ ইলা-হাঁও ওয়া-হিদান্ লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু; সুব্হা-নাহূ 'আম্মা- ইয়ুশ্রিকূন্।
এক রবের ইবাদাতের জন্য আদেশ প্রাপ্ত। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র।

﴿٣٢﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ

৩২। ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুত্বফিয়ূ নূরল্লা-হি বিআফ্ওয়া-হিহিম্ অইয়া"বা ল্লা-হু ইল্লা ~ আইঁ ইয়ুতিম্মা নূরাহূ
(৩২) তারা মুখের ফুঁক দিয়ে আল্লাহ্র নূর নির্বাপিত করতে চায়; কিন্তু আল্লাহ্ চান স্বীয় নূরকে প্রজ্বলিত করতে।

وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ

অলাও কারিহাল্ কা-ফিরূন্। ৩৩। হুঅল্লাযী ~ আর্সালা রাসূলাহূ বিল্হুদা- অদীনিল্ হাক্কি
যদিও কাফেরদের তা পছন্দনীয় নয়। (৩৩) তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ

● অর্ধাংশ

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٤﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

লিইয়ুজ্ হিরাহূ 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী অলাও কারিহাল্ মুশ্রিকূন্। ৩৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~
পাঠালেন, যেন সকল দ্বীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয় করেন; যদিও তা অপছন্দ করে মুশরিকরা। (৩৪) হে মু'মিনরা!

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

ইন্না কাছীরাঁম্ মিনাল্ আহ্বা-রি অর্রুহ্ বা-নি লাইয়া"কুলূনা আম্ওয়া-লান্ না-সি বিল্বা-ত্বিলি
তাদের পাদ্রী ও বৈরাগী যাজকদের মাঝে অনেকে মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে

وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

অ ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ্; অল্লাযীনা ইয়াক্নিযূ নায্যাহাবা অল্ ফিদ্বদ্বোয়াতা অলা-
এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে; যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না,

يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ

ইয়ুন্ফিকূনাহা-ফী সাবীলিল্লা-হি ফাবাশ্শির্ হুম্ বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৩৫। ইয়াওমা ইয়ুহ্মা-'আলাইহা- ফী না-রি
আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৩৫) ঐ দিন তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে দাগ দেয়া হবে

শানেনুযূলঃ আয়াত-৩৪ঃ অনেকের মতে এই আয়াত ইহুদী-খৃষ্টানদের উদ্দেশে নযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতটি মুসলমানদের মধ্যে যারা যাকাত এবং অন্যান্য আর্থিক দেনা পাওনাসমূহ আদায় করে না তাদের উদ্দেশে নাযিল হয়েছে। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আয়াতটি যারা যাকাত আদায় করে না তাদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, চাই তারা হউক মুসলমান অথবা অমুসলমান আহ্লে কিতাবী। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যর (রাঃ) ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে এ আয়াতটি সম্বন্ধে বিতর্ক হয়েছিল। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এর মতে, আয়াতটি আহ্লে কিতাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, আর হযরত আবু যর (রাঃ)-এর মতে মুসলমান ও আহ্লে কিতাব উভয়ের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে।

جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم

জ্বাহান্নামা ফাতুক্ওয়া– বিহা-জিবা-হুহুম্ অজ্বুনূ বুহুম্ অ জুহূরুহুম্; হা-যা– মা– কানায্তুম্
তাদের কপালে, পাজরে ও পিঠে। বলা হবে, এগুলো সেই সঞ্চিত সম্পদ; যা সঞ্চিত করে রেখেছিলে। সুতরাং

لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴿٣٥﴾ ان عدة الشهور عند الله

লিআন্ফুসিকুম্ ফাযূক্বূ মা-কুন্তুম্ তাক্নিযূন্। ৩৬। ইন্না 'ইদ্দাতাশ্ শুহূরি 'ইন্দাল্লা-হিছ্
তোমরা যা জমা করে রাখতে তারই স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে গণনার মাস বারটি, যা সুনির্দিষ্ট

اثنا عشر شهرا في كتب الله يوم خلق السموت والارض منها اربعة

না– 'আশারা শাহ্রান্ ফী কিতা-বিল্লা-হি ইয়াওমা খলাক্বাস্ সামাওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া মিন্হা ~ আর্বা'আতুন্
রয়েছে আল্লাহর কিতাবে সেদিন থেকে যেদিন তিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ;

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا

হুরুম্; যা-লিকাদ্দীনুল্ ক্বাইয়্যিমু ফালা-তাজ্লিমূ ফীহিন্না আন্ফুসাকুম্ অক্বা-তিলুল্
এটাই সত্য ব্যবস্থা; এগুলোর ব্যাপারে তোমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করো না, মুশরিকদের সাথে পূর্ণ যুদ্ধ কর

المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ★

মুশ্রিকীনা কা — ফ্ফাতান্ কামা-ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ কা — ফ্ ফাহ্; অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা মা'আল্ মুত্তাক্বীন্।
সমবেতভাবে, যেমন তারাও সম্মিলিতভাবে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে; আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

﴿٣٦﴾ انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما

৩৭। ইন্নামান্ নাসী — য়ু যিয়া-দাতুন্ ফীল্ কুফ্রি ইয়ুদ্বোয়াল্লু বিহিল্লাযীনা কাফারূ-ইয়ুহিল্লূনাহূ 'আ-মাওঁ অইয়ুহাররিমূনাহূ 'আ-মাল্
(৩৭) মাসকে পিছান বাড়তি কুফ্রী। যা দিয়ে কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, তাকে কোন বছর বৈধ করে ও কোন

ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم

লিইয়ুওয়া-ত্বিয়ূ 'ইদ্দাতা মা-হার্রামাল্লা-হু ফাইয়ুহিল্লূ মা-হার্রামাল্লা-হ্; যুইয়্যিনা লাহুম্
৫ বছর অবৈধ করে; যেন আল্লাহ্র হারাম মাসের গণনা ঠিক থাকে, আর আল্লাহ্র হারামকে হালাল করতে পারে।

ع ٨ ১১ রুকু سوء اعمالهم والله لا يهدى القوم الكفرين ﴿٣٧﴾ يايها الذين امنوا

সূ — য়ু আ'মা-লিহিম্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাল্ কা-ফিরীন্। ৩৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ
মন্দ কাজই তাদের কাছে শোভনীয়। আর আল্লাহ্ কাফেরদেরকে সৎপথ দেখান না। (৩৮) হে মু'মিনরা!

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৭ ঃ চন্দ্র মাসসমূহ সাধারণত ঃ মৌসুম হিসাবে পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে মাসগুলো ছয় ঋতুতে ঘুরে ঘুরে আসত। কোন সময় এমনও হয়, নিরাপত্তা ও সম্মানিত মর্যাদাবান চারি মাসের কোন মাসে তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের সময় তদানীন্তন মুশরিকরা আপন খেয়াল-খুশী মত ঐসব মাসকে অগ্রপশ্চাত করেদিত, মুহর্‌রম মাসকে সফর মাস বানিয়ে দিত এবং ঘোষণা করে দিত যে, এ বছর সফর মুহর্‌রমের আগে হবে। এরূপ টালবাহানা করে বরাবরই হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করে যেত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।
আয়াত-৩৮ ঃ নবম হিজরীতে আরবের খৃষ্টানেরা রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট এই মর্মে পত্র লিখল যে, "নবুওয়তের দাবীদার মুহাম্মদের (ছঃ) মৃত্যু ঘটেছে, তাঁর অনুচরবৃন্দকে অভাবে দুর্বল করে রেখেছে।" এই গুজবের উপর ভিত্তি করে রোম সম্রাটের আরব রাষ্ট্র করায়ত্ব করার সাধ

مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

মা-লাকুম্ ইযা-ক্বীলা লাকুমুন্ ফিরূ ফী সাবীলিল্লা-হিছ্ ছা-ক্বাল্তুম্ ইলাল্ আর্দ্বি;
তোমাদের কি হল, আল্লাহ্‌র পথে তোমাদেরকে বের হতে বললে তোমরা যমীনের প্রতি ঝুঁকে পড়?

أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

আরাদ্বীতুম্ বিল্‌হাইয়া-তি দ্দুন্‌ইয়া-মিনাল্ আ-খিরতি ফামা- মাতা-উ'ল্ হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া- ফিল্ আ-খিরতি
তবে কি তোমরা পরকালের স্থলে দুনিয়ার জীবনেই সন্তুষ্ট অথচ পরকালের তুলনায় ইহকালীন জীবন বড়ই

إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

ইল্লা-ক্বালীল্। ৩৯। ইল্লা-তান্‌ফিরূ ইয়ু'আয্‌যিব্‌কুম্ 'আযা-বান্ 'আলীমাঁও অ ইয়াস্‌তাব্‌দিল্ ক্বওমান্ গইরকুম্;
নগণ্য। (৩৯) তোমরা অভিযানে বের না হলে ভীষণ শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন;

وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ

অলা-তাদ্বুর্‌রূহু শাইয়া-; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৪০। ইল্লা- তান্‌ছুরূহু ফাক্বাদ্ নাছোয়ারাহু
আর তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (৪০) তোমরা সাহায্য না করলেও আল্লাহ

اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ

ল্লা-হু ইয্ আখ্‌রজাহুল্লাযীনা কাফারূ ছা-নিয়াছ্ নাইনি ইয্ হুমা-ফিল্ গ-রি ইয্ ইয়াকূ্লু
তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, আর গুহাতে তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন

لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ

লিছোয়া-হিবিহী লা-তাহ্‌যান্ ইন্নাল্লা-হা মা'আনা- ফাআন্‌যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলাইহি অআইয়্যাদাহূ
তাঁরা উভয়ে গুহায় ছিলেন তখন সাথীকে বলেছেন; চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে প্রশান্তি দিলেন এবং তাঁকে

بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ

বিজু্নূ দিল্ লাম্‌তারাওহা-অজ্বা'আলা কালিমাতাল্লাযীনা কাফারুস্ সুফ্‌লা-অকালিমাতু ল্লা-হি হিয়াল্
শক্তি দান করলেন এমন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহ্‌র

الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤١﴾ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ

'উলইয়া-; অল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ৪১। ইন্‌ফিরূ খিফা-ফাঁও অছিক্বা-লাঁও অ জ্বা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিকুম্
বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ বিজয়ী, কৌশলী। (৪১) হালকা অথবা ভারি (রণশম্ভার) অবস্থায় বের হও এবং জান-মাল দিয়ে

হল এবং নিজের বিশেষ অন্তরঙ্গদের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্য আরবের দিকে রওয়ানা করল। রাসূল (ছঃ) এই সংবাদ পেয়ে হযরত আলী (রাঃ)- কে আহ্‌লে বাইতের অর্থাৎ আপন পরিবার পরিজনদের উপর তত্ত্বাবধায়ক এবং হযরত ইবনে উম্মে মক্তুমকে ইমাম মনোনীত করে তদভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন তাপমাত্রা এত উষ্ণ হয়েছিল, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং যাত্রাও ছিল অতি দূর-পাল্লার, আর শত্রুও ছিল শক্তিশালী, জীবিকার উপাদান অর্থাৎ খেজুর ইত্যাদি ফসল কাটার সময়ও সমাগত। তদুপরি মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধের অবসানও হয়েছিল সবেমাত্র। এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফিকরা নানা টাল-বাহানা আরম্ভ করে দিল এবং কতিপয় মুসলমানও ভীত-সন্ত্রস্ত হল। তখন মুসলমানদেরকে উদ্যোগী ও উৎসাহিত করে তোলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।

وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ لَوْ كَانَ

অ আন্‌ফুসিকুম্ ফী সাবীলি ল্লা-হ্; যা-লিকুম খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ তা'লামূন। ৪২। লাও কা-না

আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ যদি তোমরা বুঝ। (৪২) আশু লাভ

عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ

'আরাদ্বোয়ান্ কারীবাঁও অসাফারান ক্ব-ছিদাল্ লাত্তাবাঊ'কা অলা-কিম্ বা'উদাত্ 'আলাইহিমুশ্ শুক্ব্ক্বাহ্;

ও সফর সহজ হলে তারা অবশ্যই আপনার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের কাছে দুরত্ব কঠিন হল; তারা আল্লাহ্‌র

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ۖ وَاللَّهُ

অসাইয়াহ্‌লিফূনা বিল্লা-হি লাওয়িস্‌তাত্বোয়া'না- লাখারাজ্‌না- মা'আকুম্ ইয়ুহ্‌লিকূনা আন্‌ফুসাহুম্ অল্লা-হু

নামে শপথ করে বলবে; সাধ্য থাকলে অবশ্যই আমরা বের হতাম'। এরা নিজেরাই ধ্বংস করে; আল্লাহ

ع ৫ ১২ রুকু ৬

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٣﴾ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ

ইয়া'লামু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ৪৩। 'আফাল্লা-হু 'আন্‌কা লিমা আযিন্‌তা লাহুম্ হাত্তা-ইয়াতাবাইয়্যানা লাকাল্

জানেন, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করলেন, আপনি কেন তাদের অনুমতি দিলেন, কারা সত্যবাদী ও

الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٤﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

লাযীনা ছদাক্বূ অ তা'লামাল্ কা-যিবীন। ৪৪। লা-ইয়াস্‌তা''যিনুকাল্লাযীনা ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি

কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত? (৪৪) আপনার কাছে অব্যাহতি চায় না। আল্লাহ ও পরকালে

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٥﴾

অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খিরি আঁই ইয়ুজ্বা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ অ আন্‌ফুসিহিম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিল্‌মুত্তাক্বীন্।

বিশ্বাসীরা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে,মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ জানেন।

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ

৪৫। ইন্নামা-ইয়াস্‌তা''যিনুকাল্ লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অর্‌তাবাত্

(৪৫) তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং

قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ

ক্বুলূবুহুম্ ফাহুম্ ফী রইবিহিম্ ইয়াতারদ্দাদূন্। ৪৬। অলাও আর-দুল্ খুরূজ্বা লাআ'আদ্দূ লাহূ

তাদের অন্তর সন্দিহান, ফলে তারা সন্দেহে উদ্বিগ্ন। (৪৬) তাদের যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা থাকলে তজ্জন্য কিছু প্রস্তুতি তো তারা

عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

'উদ্দাতাঁও অলা-কিন্ কারিহা ল্লা-হুম্ বি'আ-ছাহুম্ ফাছাব্বাত্বোয়াহুম্ অক্বীলাক্বূ 'উদূ মা'আল্ ক্ব-ইদীন্।

নিত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যুদ্ধে যাওয়াকে অপছন্দ করলেন, তাই তিন সামর্থ দেননি; বলা হল, যারা বসা তাদের সাথে বসে থাক।

﴿٤٧﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ

৪৭। লাও খারাজ্বূ ফীকুম্ মা-যা-দূকুম্ ইল্লা-খব-লাওঁ অলা আওদ্বোয়া'উ খিলা-লাকুম্ ইয়াব্গূনাকুমুল্
(৪৭) তোমাদের সঙ্গে বের হলে তারা তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই বাড়াত ও ফিতনাতে তৎপর হত। আর

الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٨﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ

ফিত্নাতা অফীকুম্ সাম্মা-'উনা লাহুম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জোয়া-লিমীন্। ৪৮। লাক্বদিব্তাগায়ুল্ ফিত্নাতা
তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর আছে। আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে অবহিত। (৪৮) এরা পূর্বেও ফিতনা পাকিয়েছে,

مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ

মিন্ ক্বব্লু অক্বল্লাবূ লাকাল্ উমূরা হাত্তা-জ্বায়াল্ হাক্ব্ক্বু অজোয়াহারা আম্রুল্লা-হি অহুম্
আপনার কর্ম নষ্ট করতে চেয়েছে যতক্ষণ না তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে সত্য এসেছে ও আল্লাহ্র আদেশ ব্যক্ত

كٰرِهُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ

কা-রিহূন্। ৪৯। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়াক্বূলু" যাল্লী অলা-তাফ্তিন্নী; আলা-ফিল্ ফিত্নাতি সাক্বাত্বূ;
হয়েছে। (৪৯) আর তাদের মধ্যে যারা বলে, আমাদেরকে অব্যাহতি দিন, ফিতনায় ফেলবেন না; সাবধান! এরা

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ

অইন্না জ্বাহান্নামা লামুহীত্বোয়াতুম্ বিল্কা-ফিরীন্। ৫০। ইন্ তুছিব্কা হাসানাতুন্ তা''সূহুম্ অইন্
ফিতনায় পড়েই আছে। জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘিরে আছে। (৫০) আপনার মঙ্গল হলে এদের কষ্ট হয়। আর আপনার

تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ *

তুছিব্কা মুছীবাতুঁই ইয়াক্বূলূ ক্বদ্ আখায্না ~ আম্রনা-মিন্ ক্বব্লু অইয়াতাওয়াল্লাও অহুম্ ফারিহূন্।
উপর যদি কোন বিপদ আপতিত হয়, তা হলে বলে, আমরা পূর্বেই সতর্ক হয়েছি এবং তারা আনন্দে সরে পড়ে।

﴿٥١﴾ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

৫১। কুল্ লাইঁ ইয়ুসীবানা ~ ইল্লা-মা-কাতাবা ল্লা-হু লানা-, হুঅ মাওলা-না- অ'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতা ওয়াক্কালিল্
(৫১) আপনি বলে দিন, আমার উপর আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তাই আমাদের হবে, তিনিই অভিভাবক, আল্লাহ্র উপরই

الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ *

মু"মিনূন্। ৫২। ক্বুল্ হাল্ তারাব্বাছূনা বিনা ~ ইল্লা ~ ইহ্দাল্ হুস্নাইয়াইন্; অনাহ্নু
নির্ভর করে মু'মিনরা। (৫২) বলুন, তোমরা আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির অপেক্ষা করছ, আর আমরাও অপেক্ষায়

শানেনুযূলঃ আয়াত-৪৭ ঃ বদর প্রান্তে যুদ্ধ করার জন্য মক্কার কোরাইশরা ও কাফেররা যখন মক্কা হতে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করল, তখন কুচকাওয়াজ ও রং বেরঙ্গের নাটকের সাজ সরঞ্জামও সঙ্গে নিয়েছিল। পথে আবু সুফিয়ানের সংবাদ বাহকের সাক্ষাত হল; সে বলল, যে কাফেলার সাহায্যের জন্য তোমাদের এ অভিযান, তারা অক্ষত অবস্থায় রাস্তা এড়িয়ে চলে এসেছে, তোমরা ফিরে চল, আবু জেহেল বলল; না, যে পর্যন্ত বদর রণাঙ্গনে জয়যুক্ত হয়ে নাট্যোৎসব পালন এবং উট জবাই করে ভোজের আয়োজন না করব ততক্ষণ ফিরব না।" সুতরাং মুসলমানদের দম্ভ করা হতে বিরত রাখার জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَ

নাতারব্বাছু বিকুম্ আইঁ ইয়ুছীবাকুমুল্লা-হু বি'আযা-বিম্ মিন্ 'ইন্দিহী ~ আও বিআইদীনা-
থাকলাম যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে; অতএব

تَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ

ফাতারব্বাছূ ~ ইন্না-মাআ'কুম্ মুতারব্বিছূন্। ৫৩। ক্বুল্ আন্ফিকূ ত্বোয়াও'আন আও কার্হাল্ লাইঁ ইয়ুতাক্ব্বালা
অপেক্ষায় থাক, আমরাও অপেক্ষায় আছি। (৫৩) বলুন, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তোমাদের অর্থ গৃহীত

مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ

মিন্কুম্; ইন্নাকুম্ কুন্তুম্ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৫৪। অমা-মান'আহুম্ আন্ তুক্ব্বালা মিন্হুম্ নাফাক্ব-তুহুম্
হবে না; তোমরা ফাসেক সম্প্রদায়ের লোক। (৫৪) তাদের অর্থ গৃহীত না হওয়ার কারণ, তারা

إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا

ইল্লা ~ আন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি অবিরসূলিহী অলা- ইয়া''তূনাছ্ ছলা-তা ইল্লা- অহুম্ কুসা-লা- অলা-
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে অস্বীকার করে, তারা নামাযে অলসতা করে, আর তার সাথে

يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٥﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا

ইয়ুন্ফিক্বূনা ইল্লা- অহুম্ কা-রিহূন্। ৫৫। ফালা-তু'জ্বিব্কা আম্ওয়া-লুহুম্ অলা ~ আওলা-দুহুম্; ইন্নামা-
বিরক্তিভরে দান করে। (৫৫) তাদের ধন সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, তা

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٦﴾

ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়ু 'আয্যিবাহুম্ বিহা- ফিল্হাইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-অতাযহাক্ব আন্ফুসুহুম্ অহুম্ কা-ফিরূন্।
দ্বারা যা দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতে চান, আর কুফুরী অবস্থায়ই যেন তাদের জীবন বের হয়।

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۖ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٧﴾ لَوْ

৫৬। অ ইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি ইন্নাহুম্ লামিন্কুম্; অমা-হুম্ মিনকুম্ অলা-কিন্নাহুম্ ক্বওমুঁই ইয়াফ্রাক্বূন্। ৫৭। লাও
(৫৬) তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলে যে, তারা তোমাদের দলে, মূলতঃ তারা তা নয়; এরা ভীতু। (৫৭) যদি তারা পেত

يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٨﴾ وَمِنْهُمْ

ইয়াজ্বিদূনা মাল্জ্বায়ান্ আও মাগা-র-তিন্ আও মুদ্দাখালাল্ লাঅল্লাও ইলাইহি অহুম্ ইয়াজ্বমাহূন্। ৫৮। অমিন্হুম্
কোন আশ্রয়স্থান, অথবা কোন গুহা বা লুকিয়ে থাকার সামান্য স্থান, তবে তার দিকেই ক্ষিপ্রগতিতে পালাত। (৫৮) আর তাদের

আয়াত-৫৬ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের অন্যান্য কতিপয় বদভ্যাসের বিবরণ দিচ্ছেন। তন্মধ্যে প্রথম হল, তাদের মিথ্যা শপথ করা যে, "আমরা তোমাদের দলভুক্ত।" অথচ তাদের এ শপথ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর দ্বিতীয় হল, তারা অন্যত্র কোন আশ্রয় স্থল পেলে তথায় চলে যাবে। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৮ঃ এ আয়াতটি মুনাফিক আবুল জওয়ায সম্বন্ধে নাযিল হয়। একদা সে বলেছিল "তোমাদের নবীকে দেখ, তিনি তোমাদের সদকার মালপত্রসমূহ ছাগল-মেষ চালক রাখালদেরকে ভাগ করে দিচ্ছেন, আরও দাবী করছেন যে, তিনি ন্যায় করছেন।" আর কেউ বলল, হুনাইন যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল রাসূল (ছঃ) ভাগ-বন্টনের সময় মক্কাবাসী নব-মুসলিমদের হৃদয় জয়ের লক্ষ্যে তাদেরকে অধিক পরিমাণে দিচ্ছিলেন। তখন খারেজীদের নেতা আবুল খুওয়াইসরা এসে বলল, "হে মুহাম্মদ (ছঃ)! ইনসাফ কর।" রাসূল (ছঃ) তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হে হতভাগ্য! আমি যদি ইন্সাফ না করি তবে কে করবে? এতে আয়াতটি নাযিল হয়।

مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا

মাঁই ইয়াল্‌মিযুকা ফিছ্ ছদাক্বা-তি ফাইন্ উ'ত্বূ মিন্‌হা-রাদ্বূ অইল্লাম্ ইয়ু'ত্বোয়াও মিন্‌হা ~ ইযা-
কেউ সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে, তারপর তা থেকে তাদেরকে কিছু দিলে রাযী, আর না দিলে

هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ

হুম্ ইয়াস্‌খাত্বূন্। ৫৯। অলাও আন্নাহুম্ রাদ্বূ মা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু অ রসূলুহূ অ ক্বা-লূ হাস্‌বুনাল্লা-হু
বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত যদি তারা সন্তুষ্ট থেকে বলত আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট; আল্লাহ

سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٦٠﴾ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ ع ৭ ১৭ ১৩ রুকু

সাইয়ু''তী নাল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী অরসূলুহূ ~ ইন্না ~ ইলাল্লা-হি র-গিবূন্। ৬০। ইন্নামাছ্ ছদাক্বা-তু
আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে আরো দান করবেন এবং রাসুলও; আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আসক্ত। (৬০) সদকা শুধু

لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَ

লিল্‌ফুক্বারা — য়ি অল্‌মাসা-কীনি অল্'আ-মিলীনা 'আলাইহা- অল্ মুআল্লাফাতি ক্বুলূবুহুম্ অফির্ রিক্বা-বি অল্
তাদের হক যারা নিঃস্ব, যারা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের মন জয়ের প্রয়োজন; দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত

الْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

গ-রিমীনা অফী সাবীলিল্লা-হি অব্‌নিস্ সাবীল্; ফারীদ্বোয়াতাম্ মিনাল্লা-হ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।
আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ ও মুসাফিরদের জন্য; এটাই আল্লাহ্‌র বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, কৌশলী।

﴿٦١﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِىَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ

৬১। অ মিন্‌হুমুল্ লাযীনা ইয়ু''যূ নান্ নাবীইয়্যা অইয়াক্বূলূনা হুঅ উযুন্; ক্বুল্ উযুনু খইরিল্লাকুম্
(৬১) আর তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় ও বলে, সেতো কর্ণপাতকারী। বলুন, তিনি তোমাদের

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ

ইয়ু''মিনু বিল্লা-হি অইয়ু''মিনু লিল্ মু''মিনীনা অরহ্‌মাতুল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ মিন্‌কুম্; অল্লাযীনা
মঙ্গলটিই শুনেন; আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করেন, তোমাদের মধ্য যারা মু'মিন তাদের জন্য রহমত; আল্লাহ্‌র

يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ

ইয়ু''যূনা রসূলাল্লা-হি লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৬২। ইয়াহ্‌লিফূনা বিল্লা-হি লাকুম্ লিইয়ুর্‌দ্বূকুম্
রাসূলকে কষ্টদাতাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে। (৬২) তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ" করে তোমাদেরকে

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ

অল্লা-হু অ রসূলুহূ ~ আহাক্বু ক্বু আঁই ইয়ুর্‌দূহু ইন্ কা-নূ মু''মিনীন্। ৬৩। আলাম্ ইয়া'লামূ ~ আন্নাহূ
সন্তুষ্ট করার জন্য, মুমিন হলে তাদের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলকে খুশী করাই ছিল শ্রেয়। (৬৩) তারা কি জানে না যে, যে

مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ

মাইঁ ইয়ুহা-দিদি ল্লা-হা অরসূলাহূ ফাআন্না লাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খ-লিদান্ ফীহা-; যা-লিকাল্ খিয্ইয়ুল্

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। এটাই

الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ

'আজীম্। ৬৪। ইয়াহ্যারুল্ মুনাফিক্ব্ূনা আন্ তুনায্যালা 'আলাইহিম্ সূরাতুন্ তুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা-ফী

বড় দুর্ভোগ। (৬৪) মুনাফিকরা ভয় পাচ্ছে না এমন সূরা অবতীর্ণ হয় যা তাদের মনের কথা ব্যক্ত করে;

قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ

ক্ব্ুলূবিহিম্; ক্ব্ুলিস্ তাহ্যিয়ূ ইন্নাল্লা-হা মুখ্রিযুম্ মা-তাহ্যারূন্। ৬৫। অ লায়িন্ সায়াল্তা হুম্

বলুন, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যক্ত করবেন যার ভয় তোমরা কর। (৬৫) আর আপনি প্রশ্ন

لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ

লাইয়াক্ব্ুলুন্না ইন্নামা-কুন্না-নাখূদ্বু অনাল্'আব্; ক্ব্ুল্ আবিল্লা-হি অআ-ইয়া-তিহী অরসূলিহী কুন্তুম্

করলে বলবেন, আমরা তো কেবল ফূর্তি ও কৌতুক করছি। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও রাসূলের সঙ্গে

تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٦﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ

তাস্তাহ্যিয়ূন্। ৬৬। লা-তা'তাযিরূ ক্বদ্ কাফারতুম্ বা'দা ঈমা-নিকুম্; ইন্ না'ফু 'আন্ ত্বোয়া — য়িফাতিম্

উপহাস করছ? (৬৬) বাহানা করো না, তোমরা তো কুফূরী করেছ ঈমানের পর। তোমাদের এক দলকে ক্ষমা

৮ ع ৭ ১৪ রুকু

مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٧﴾ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ

মিন্কুম্ নু'আয্যিব্ ত্বোয়া — য়িফাতাম্ বিআন্নাহুম্ কা-নূ মুজ্ব্রিমীন্। ৬৭। অল্ মুনা-ফিক্ব্ূনা অল্মুনা-ফিক্বা-তু

করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিবই। কেননা, তারা ছিল দোষি। (৬৭) মুনাফিক নর ও নারী একে অন্যের

ওয়াক্বফে লাযেম

بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ

বা'দ্বুহুম্ মিম্ বা'দ্ব; ইয়া''মুরূনা বিল্মুন্কারি অইয়ান্হাওনা 'আনিল্ মা'রূফি অইয়াক্ব্বিদ্বূনা

দোসর, অসৎকাজের নির্দেশ দেয়, সৎকাজে বাধা প্রদান করে, স্বীয় হাত বন্ধ করে, আল্লাহ্কে

اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَعَدَ اللّٰهُ

আইদিয়াহুম্; নাসুল্লা-হা ফানাসিয়াহুম্; ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা হুমুল্ ফা-সিক্ব্ূন্। ৬৮। অ'আদাল্লা-হুল্

ভুলেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলেছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা বড়ই অবাধ্য। (৬৮) মুনাফিক নর-নারী

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬৪ঃ কতিপয় মুনাফেক ইসলাম সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক উক্তি করেছিল, সাথে সাথে তাদের এ আশঙ্কাও হচ্ছিল যে, মুহাম্মদ (ছঃ) ওহীর মারফত তা জানতে পারলে বড় বিপদ হবে। কার্যতঃ তাই হল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ওহীর মারফত তা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আমরা কেবলমাত্র হাসি-তামাশা করছিলাম। (বঃ কোঃ) আয়াত-৬৫ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলামের ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক কৌতুক বা বিদ্রূপ করা কুফুরীর মধ্যে গণ্য। আরও জানা আবশ্যক আল্লাহর প্রতি, রাসূল (ছঃ)-এর প্রতি এবং কোরআন ও তার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস-এই ত্রিবিদ উপহাসই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এর যে কোন একটির সাথে উপহাস করলে তিনটির সঙ্গেই উপহাস করা হয় এবং তা কুফর। (বঃ কোঃ)

الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ

মুনা-ফিক্বীনা অল্‌মুনা-ফিক্বা-তি অল্‌কুফ্‌ফা-রা না-রা জ্বাহান্নামা খ-লিদীনা ফীহা-; হিয়া হাস্‌বুহুম্
ও কাফেরদেরকে আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন জাহান্নামের, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। এটাই তাদের জন্য

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝٦٨ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ

অলা'আনাহুমুল্লা-হু অলাহুম্ 'আযা-বুম্ মুক্বীম্। ৬৯। কাল্লাযীনা মিন্ ক্ব্‌বলিকুম্ কা-নূ ~ আশাদ্দা
যথেষ্ট; আল্লাহ লা'নত করেছেন, তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি। (৬৯) তোমাদের অবস্থা পূর্ববর্তীদের ন্যায়, যারা তোমাদের

مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

মিন্‌কুম্ কু ওয়্যাতাঁও অআক্‌ছারা আম্‌ওয়ালাঁও অআওলা-দা-; ফাস্‌তাম্‌তা'উ বিখলা-ক্বিহিম্ ফাস্‌তাম্‌তা'তুম্
চেয়ে প্রবল ছিল, শক্তিতে ও ধন সম্পদে এবং সন্তান সন্ততিতে; অতঃপর তারা তাদের প্রাপ্য ভোগ করেছে, তোমরাও

بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ

বিখলা-ক্বিকুম্ কামাস্ তাম্‌তা'আল্লাযীনা মিন্ ক্ব্‌বলিকুম্ বিখলা-ক্বিহিম্ অখুদ্বতুম্ কাল্লাযী
তোমাদের অংশ ভোগ করেছ; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অংশ ভোগ করেছে। তারা যেরূপ পাপে লিপ্ত ছিল

خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

খ-দ্বূ ; উলা — য়িকা হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্ ফিদ্দুন্‌ইয়া- অল্ আ-খিরতি অউলা — য়িকা হুমুল্
তোমরা তাদের মত পাপকর্মে লিপ্ত হলে। আর এদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল নেক আমল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে,

الْخٰسِرُوْنَ ۝٦٩ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ

খ-সিরূন্। ৭০। আলাম্ ইয়া"তিহিম্ নাবায়ুল্লাযীনা মিন্ ক্ব্‌বলিহিম্ ক্বওমি নূহিঁও অ'আ-দিঁও অছামূদা
তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) এদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের খবর পৌঁছে নি? যেমন নূহ, আ'দ, ছামূদ,

وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ

অক্বওমি ইব্রাহীমা অআছ্‌হা-বি মাদ্‌ইয়ানা অল্ মু"তাফিকা-ত্; আতাত্ হুম্ রসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি
ইব্রাহীমের সম্প্রদায়, এবং মাদ্‌ইয়ানবাসী ও বিধ্বস্ত নগরের কথা; স্পষ্ট প্রমাণসহ রাসুলরা এসেছেন; আল্লাহ

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٧٠ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

ফামা-কা-নাল্লা-হু লিইয়াজ্‌লিমাহুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ৭১। অল্‌মু"মিনূনা
এমন নন যে তিনি তাদের উপর জুলুম করেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। (৭১) মু'মিন নর

আয়াত-৬৯ ঃ ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস এবং আখেরাতের প্রতি উপেক্ষা জ্ঞাপনের মধ্যে মুনাফেকদেরকে কাফেরদের সাদৃশ্য বলে উল্লেখ করেন। এখানে তাদের উভয় দলকেই নবীদের অবিশ্বাস করার মধ্যে এবং ধোকাবাজীকে একদল অপরদলের সমপর্যায়ের বলে ঘোষণা করা হয়। আয়াত-৭০ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে ধ্বংস করে তাদের উপর কোন জুলুম করেন নি। অধিকন্তু, তিনি যদি কোন অপরাধহীন কাউকেও ধ্বংস করতেন তার অবিচার হত না। কারণ, অবিচার হয় তখন, যখন কেউ অন্যের অধিকারে বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করে। আর এইদিকে তো সর্বত্রই আল্লাহর অধিকার, ওতে কারও কোন শরীক নেই, তিনিই একচ্ছত্রভাবে সর্বাধিনায়ক। সুতরাং এটা আল্লাহ তাআলার একমাত্র করুণা ও অনুগ্রহ যে, তিনি বিনা দোষে কাকেও শাস্তি দেন না। আর শরীয়তের অনুশাসন হিসাবে পরকালে কাকেও বিনা দোষে শাস্তি দেয়া আল্লাহর পক্ষে শোভনীয় নয় যদিও যুক্তিসম্মত বৈধ।

وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

অলমু"মিনা–তু বা'দুহুম্ আওলিয়া — য়ু বা'দ্ব। ইয়া"মুরূনা বিল্‌মা'রূফি অইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্

ও নারী একে অন্যের বন্ধু তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে,

الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ

মুন্‌কারি অইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা–তা অইয়ু"তূনায্ যাকা–তা অইয়ুত্বী'উনাল্লা–হা অরাসূলাহ্;

আর নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে, এদের প্রতিই

اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧٢﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ

উলা — য়িকা সাইয়ার্‌হামুহুমুল্লা–হ্; ইন্নাল্লা–হা 'আযীযুন্ হাকীম্ ৭২। অ'আদাল্লা–হুল্ মু"মিনীনা অল্

আল্লাহ্‌র রহমত অবশ্যই বর্ষিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপশালী। (৭২) আর আল্লাহ্ মু'মিন নর-নারীকে

الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً

মু"মিনা–তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা–রু খ–লিদীনা ফীহা- অমাসা–কিনা ত্বোয়াইয়িবাতান্

ওয়াদা দিলেন জান্নাতের যার নিচ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আর

فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٣﴾ يٰٓاَيُّهَا

ফী জ্বান্না-তি 'আদ্‌নিন্; অরিদ্বওয়া–নুম্ মিনাল্লা–হি আক্‌বার্; যা–লিকা হুঅল্ ফাওযুল্ 'আজীম্।৭৩। ইয়া ~ আইয়্যুহান্

স্থায়ী জান্নাতে উত্তম সংরক্ষিত মহল; আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই বড়, এটাই পরম সাফল্য। (৭৩) হে নবী!

ع ৯ ৬ ১৫ রুকু

النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ

নাবিয়্যু জ্বা-হিদিল্ কুফ্‌ফা–রা অল্‌মুনা-ফিক্বীনা অগ্‌লুজ 'আলাইহিম্; অমা"ওয়া–হুম্ জাহান্নাম্; অবি"সাল্

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন ও কঠোর হন, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, তা কতই না নিকৃষ্ট

الْمَصِيْرُ ﴿٧٤﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا

মাছীর্। ৭৪। ইয়াহ্‌লিফূনা বিল্লা–হি মা–ক্বা–লূ; অলাক্বদ্ ক্ব–লূ কালিমাতাল্ কুফ্‌রি অকাফারূ

স্থান।(৭৪) তারা এরূপ কথা বলেনি বলে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ তারা অবশ্যই কুফ্‌রী কথা বলেছে, মুসলিম

بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَ

বা'দা ইস্‌লা–মিহিম্ অহাম্মূ বিমা–লাম্ ইয়ানা-লূ অমা–নাকামূ ~ ইল্লা ~ আন্ আগ্‌নাহুমুল্লা-হু অ

হওয়ার পর কাফের হয়েছে, ইচ্ছা অনুযায়ী তা পায় নি; আর তারা কেবল এ কারণে বিরোধিতা করেছে আল্লাহ ও

আয়াত-৭২ঃ মু'মিন নর-নারীরা স্বীয় ঈমান ও আ'মলের বিনিময়ে অনন্য নেয়ামত বিশিষ্ট জান্নাত লাভ করবেন। আর জান্নাতের অপরিসীম নেয়ামত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যা তারা প্রাপ্ত হবে তা হল আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি। এর তুলনায় অন্যান্য যাবতীয় নেয়া'মতই অতি নগণ্য। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭৩ ঃ এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জেহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যেন তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। (তাফঃ মাযঃ, মাঃ কোঃ)

رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ

রসূলুহূ মিন্ ফাদ্বলিহী ফাইঁ ইয়্যাতূবূ ইয়াকু খইরাল্ লাহুম্ অইঁ ইয়াতাঅল্লাওঁ ইয়ু'আয্যিব্ হুমুল্লা-হু

তাঁর রাসূল তাদেরকে স্বীয় কৃপায় বিত্তবান করেছিলেন। তারা যদি তওবা করে, তবে তাদেরই কল্যাণ হবে, আর যদি বিমুখ হয়,

عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

'আযা-বান্ আলীমান্ ফিদ্দুন্ইয়া- অল্ আ-খিরতি অমা-লাহুম্ ফিল্ আর্দ্বি মিঁও অলিইঁয়্যিও অলা-

তবে ইহ-পরকালে আল্লাহ তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন, অতএব এ দুনিয়ায় তারা তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী

نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ

নাছীর্। ৭৫। অমিন্হুম্ মান্ 'আ-হাদাল্লা-হা লায়িন্ আ-তা-না-মিন্ ফাদ্বলিহী লানাছ্ছোদ্দাক্বন্না অলানাকূনান্না

পাবে না। (৭৫) তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে ওয়াদা করে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে দান করলে আমরা সদকা

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৭৬। ফালাম্মা ~ আ-তা-হুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী বাখিলূ বিহী অতাঅল্লাওঁ অহুম্

দিব ও সৎ হব। (৭৬) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করলেন, তখন তারা আরো অবাধ্য হয়ে অমান্য

مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ

মু'রিদূন্। ৭৭। ফাআ'ক্বাবাহুম্ নিফা-ক্বান্ ফী ক্বুলূবিহিম্ ইলা-ইয়াওমি ইয়াল্ক্বওনাহূ বিমা ~ আখ্লাফুল্লা-হা

করল। (৭৭) আল্লাহ্র সঙ্গে মিলন অবধি তাদের মনে তিনি কপটতা স্থায়ী করে দিলেন; কেননা,তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত

مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

মা- অ'আদূহু অবিমা-কা-নূ ইয়াক্যিবূন্। ৭৮। আলাম্ ইয়া'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু সির্রাহুম্

ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, এজন্য যে তারা মিথ্যাচারী। (৭৮) এটা কি তাদের জানা ছিল না যে, তাদের গোপন কথা ও

وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

অনাজ্ওয়া-হুম্ অআন্নাল্লা-হা 'আল্লা-মুল্ গুইয়ূব্। ৭৯। আল্লাযীনা ইয়াল্মিযূনাল্ মুত্ত্বোয়াওয়্যি'ঈনা মিনাল্

গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন? অদৃশ্যকে আল্লাহ ভালই জানেন। (৭৯) তারা সেসব লোক যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে সেসব

الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ

মু''মিনীনা ফিছ্ ছদাক্ব-তি অল্লাযীনা লা-ইয়াজ্বিদূনা ইল্লা- জ্বুহ্দাহুম্ ফাইয়াস্খারূনা

মু'মিনদের প্রতি যারা স্বেচ্ছায় সদকা দেয়, যারা নিজ শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, অতঃপর যারা তাদেরকে বিদ্রূপ করে,

مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

মিন্হুম্; সাখিরাল্লা-হু মিন্হুম্ অলাহুম্ 'আযাবুন্ আলীম্। ৮০। ইস্তাগ্ফির্ লাহুম্ আও লা-তাস্তাগ্ফির্ লাহুম্;

আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (৮০) আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা

إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

ইন্ তাস্তাগ্ ফির্লাহুম্ সাব্'ঈনা মাররতান্ ফালাইঁ ইয়াগ্ফিরাল্লা-হু লাহুম্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি
উভয়ই তাদের জন্য সমান, আপনি তাদের জন্য সত্তরবার দো'আ করলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; কেননা, তারা আল্লাহ

১০ ع ৮ ১৬ রুকু

وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

অরসূলিহ্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ৮১। ফারিহাল্ মুখল্লাফূনা বিমাক্ব'আদিহিম্
ও রাসূলকে অস্বীকার করছে। আল্লাহ অবাধ্যদের হিদায়াত দেন না। (৮১) যারা পিছনে থেকে গেল তারা

خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي

খিলা-ফা রসূলিল্লা-হি অকারিহূ ~ আঁই ইয়ুজা-হিদূ বিআম্ওয়া-লিহিম্ অআন্ফুসিহিম্ ফী
আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে আনন্দ পেল, জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকে অপছন্দ করল

سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ

সাবীলিল্লা-হি অক্বা-লূ লা-তান্ফিরূ ফিল্হার্; ক্বুল্ না-রু জাহান্নামা আশাদ্দু হার্র-; লাও
ও বলল, তোমরা গরমের ভেতর অভিযানে বের হয়ো না। বলুন, জাহান্নামের আগুন এ অপেক্ষাও গরম, যদি

كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا

কা-নূ ইয়াফ্ক্বাহূন্। ৮২। ফাল্ইয়াদ্বহাকূ ক্বালীলাঁও অল্ ইয়াব্কূ কাছীরান্ জাযা — য়াম্ বিমা- কা-নূ
তারা বুঝত! (৮২) সুতরাং তারা এখন সামান্য হাসুক পরে অধিক কাঁদবে, এটাই তাদের কৃতকর্মের

يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ

ইয়াক্সিবূন্। ৮৩। ফাইর্ রাজ্বা'আকাল্লা-হু ইলা-ত্বোয়া — য়িফাতিম্ মিন্হুম্ ফাস্ তা''যানূকা লিল্খুরূজ্বি
ফল। (৮৩) আল্লাহ আপনাকে তাদের দলের কাছে ফেরত আনল এবং তারা কোন অভিযানে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে

فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم

ফাক্বু্ল্ লান্ তাখ্রুজূ্ মাই'ইয়া আবাদাঁও অলান্ তুক্বা-তিলূ মাই'ইয়া আদুওয়া-; ইন্নাকুম্ রাদ্বীতুম্
বলুন, তোমরা আমার সঙ্গে কখন, বের হবে না এবং আমার সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করবে না, প্রথমেই তোমরা তো

بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم

বিল্ক্বু'ঊদি আওলা মার্রতিন্ ফাক্বু'ঊদূ মা'আল্ খ-লিফীন্। ৮৪। অলা-তুছোয়াল্লি 'আলা ~ আহাদিম্ মিন্হুম্
বসাকেই পছন্দ করেছ, তাই যারা পেছনে রয়েছে তাদের সাথে বসে থাক। (৮৪) তাদের মধ্যে কেউ মরলে জানাযা পড়বে না,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮০ ঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন পীড়িত হয় তখন তার পুত্র, আবদুল্লাহ্, যে সত্যিকার মুসলমান ছিল, বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার পিতার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করুন, যেন তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। হুযূর (ছঃ) দো'আ করেন তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত- ৮১ ঃ তবুক যুদ্ধে যখন মুসলমানরা রওয়ানা হতে লাগল, তখন মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট কাকুতি-মিনতি করে অব্যাহতির অনুমতি নিয়ে সরে পড়তে লাগল, অত্যন্ত গরম পড়ছে, এমন উত্তপ্ত খরায় কেমন করে যাবে? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ

মা-তা আবাদাঁও অলা-তাক্বুম্ 'আলা-ক্বাব্‌রিহ্; ইন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি অরসূলিহী অমা-তূ অহুম্
তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না, কেননা, তারা তো কুফরী করেছে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। আর তারা অবাধ্য হয়ে

فٰسِقُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ

ফা-সিকূন্। ৮৫। অলা-তু'জ্বিব্‌কা আম্‌ওয়া-লুহুম্ অআওলা-দুহুম্; ইন্নামা- ইয়ুরীদুল্লা-হু আঁই ইয়ু 'আয্‌যিবাহুম্
মারা গেছে। (৮৫) আর আপনাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি। তা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায়

بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ

বিহা-ফি দ্দুন্‌ইয়া অতাযহাক্বা আন্‌ফুসূহুম্ অহুম্ কা-ফিরূন্। ৮৬। অইযা ~ উন্‌যিলাত্ সূরাতুন্
শাস্তি দিবেন, কাফের অবস্থায় তাদের প্রাণ বায়ু বের হবে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয়, এমর্মে কোন সূরা যে,

اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ

আন্ আ-মিনূ বিল্লা-হি অজ্বা-হিদূ মা'আ রসূলিহিস্ তা''যানাকা উলুত্ত্বোয়াওলি মিন্‌হুম্
ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের সঙ্গি হয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যে সামর্থবানেরা আপনার নিকট অব্যাহতি

وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ

অক্ব-লূ যার্‌না- নাকুম্ মা'আল্ ক্ব-'ইদীন্। ৮৭। রাদূ বি আইঁ ইয়াকূনূ মা'আল্ খাওয়া-লিফি
চেয়ে বলে, আমাদের অব্যহতি দাও, আমরা বসে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গী হব। (৮৭) তারা নারীদের সঙ্গে পিছনে থাকতে খুশী,

وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

অত্ববি'আ 'আলা- কুলূ বিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়াফ্ ক্বাহূন্। ৮৮। লা-কিনির্ রসূলু অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ
মহর মেরে দেয়া হল তাদের অন্তরে। ফলে তারা কিছুই বুঝে না। (৮৮) কিন্তু রাসূল ও যারা ঈমান এনেছে তারা

جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۡ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ

জ্বা-হাদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ অআন্‌ফুসিহিম্; অউলা — য়িকা লাহুমুল্ খাইর-তু অউলা — য়িকা হুমুল্
জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ, তারাই

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ

মুফলিহূন্। ৮৯। আ'আদ্দা ল্লা-হু লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-;
সফলকাম। (৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য এমন বেহেশ্‌ত তৈরি করে রেখেছেন, যার নিচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে,

শানেনুযূলঃ আয়াত-৮৪ ঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ রাসূল (ছঃ)-এর নিকট তাঁর পবিত্র জামা তার পিতার কাফনের জন্য চাইলেন এবং জানাযার নামায পড়াবার আবেদন জানালেন। রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন 'দয়াল নবী' আপন জামা দিয়ে দিলেন এবং জানাযার সময় নামায পড়াতে দণ্ডায়মান হলেন তখন ওমর (রাঃ) জোরালো ভাষায় আবেদন জানালেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! মুনাফিকদের জানাযার নামায না পড়াই উত্তম হবে। হুযুর (ছঃ) বললেন, হে ওমর! আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে সত্তরবার পর্যন্ত দোয়া কবুল না করার কথা বলেছেন। আমি ততোদিকবার দো'আ করব, হয়তো কবুল হবে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। তৎপর থেকে রাসূল (ছঃ) কোন মুনাফিকদের জানাযায় নামায পড়ান নি।

১১ ع ৯ ১৭ রুকু

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩٠ وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ

যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ৯০। অজ্বা — য়াল্ মু'আয্যিরূনা মিনাল্ আ'র-বি লিইয়ু"যানা লাহুম্

এটাই বড় সাফল্য। (৯০) আর বেদুঈনদের মধ্যে কিছু বাহানাকারী বেদুঈন অব্যাহতি নেওয়ার জন্য আসে,

وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ

অ ক্বা'আদা ল্লাযীনা কাযাবুল্লা-হা অ রসূলাহূ; সাইয়ুসু বুল্লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা মিথ্যা বলে তারা বসে রইল; তাদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে, তাদের

اَلِيْمٌ ۝٩١ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ

'আযা-বুন্ আলীম্। ৯১। লাইসা আলাদ্ব দ্বু'আফা —য়ি অলা-'আলাল্ মার্দ্বোয়া- অলা- 'আলাল্লাযীনা লা-ইয়াজ্বিদূনা

জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৯১) কোন অপরাধ নেই তাদের যারা দুর্বল, পীড়িত এবং যারা অর্থদানে অসমর্থ তাদের,

مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۭ

মা-ইয়ুন্‌ফিক্বূ্না হারাজু্ন্ ইযা-নাছোয়াহূ লিল্লা-হি অরসূলিহ্; মা-'আলাল্ মুহ্‌সিনীনা মিন্ সাবীল্;

যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সৎ খেয়াল রাখে; ভাল লোকদের প্রতিও কোন অভিযোগ নেই; আর

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٩٢ وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ

অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ৯২। অলা-'আলাল্লাযীনা ইযা-মা ~ আতাওকা লিতাহ্‌মিলাহুম্ ক্বুল্‌তা লা ~ আজ্বিদু মা ~

আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯২) আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা বাহনের জন্য আপনার নিকট এসেছিল; আপনি বলেছেন, আমার নিকট

مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۠ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا

আহ্‌লিকুম্ 'আলাইহি তাঅল্লাও অ'আইয়ুনুহুম্ তাফীদ্বু মিনাদ্ দাম্'ই হাযানান্ আল্লা- ইয়াজ্বিদূ

এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমরা সওয়ার হবে, তখন তারা ফিরে গেল। তারা অর্থদানে অসামর্থ্য হওয়ায় দুঃখে অশ্রু বিগলিত

يُنْفِقُوْنَ ۝٩٣ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا

মা+ইয়ুন্‌ফিক্বূ্ন্। ৯৩। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলা ল্লাযীনা ইয়াস্ তা"যিনূনাকা অহুম্ আগ্‌নিয়া — য়ু রদ্বূ

হচ্ছিল তাদের চোখ দিয়ে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধনী হয়েও অব্যাহতি চায় তাদের পাপ আছে,

بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

বিআইঁ ইয়াকূনূ মা'আল্ খাওয়া-লিফি অ ত্বোয়াবা'আল্লা-হু 'আলা-ক্বু্লূবিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্।

তারা নারীর সঙ্গে পিছনে থাকাকে পছন্দ করে। আল্লাহ তাদের মনে মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তারা কিছুই বুঝে না।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৩ঃ এখানে সেই সাতজন রোদনকারী ছাহাবীর কথা বলা হয়েছে, যারা তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (ছঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমরা জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তবে আমাদের কোন বাহন নেই। বাহন পেলে আমরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নবী করীম (ছঃ) বললেন, তোমাদেরকে দেয়ার মত আমার নিকটও কোন বাহন নেই। এটা শুনে তারা কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (ছঃ)-এর মজলিশ হতে বের হয়ে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ), আব্বাস (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) তাদেরকে বাহন ও পথের সম্বল দিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ) ২। উপরোক্ত আয়াতসমূহে সেই সকল নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষেই অপারগতার দরুন জেহাদে অংশ গ্রহণে অক্ষম ছিল। (মাঃ কোঃ, তাফঃ মাযঃ)